কার ভজনা করব ?
এক পরমাত্মার ভজনা বিনা যে কল্যাণ চায়, সে অতি মূঢ়।
ভগবানের বিরাট রূপ হৃদয়াভ্যন্তরে দেখা যায়, যেটা সাধনগম্য।
পরমাত্মাই সত্য। ওঁ-এর জপ করো।
অবিনাশী সর্বজ্ঞ পদ প্রাপ্ত করেছি।
প্রত্যেক মহাপুরুষের মত একই
আত্মাই সত্য, কঠোর তপস্যা দ্বারা এই জন্মেই জানতে পারা যায়।
আহুর মজ্দা এক ঈশ্বরই সত্য।
এক ওঁকার সদ্‌গুরু প্রসাদি।
এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও সত্য নাই।
এক ঈশ্বরের আশ্রয়, শ্রদ্ধা আর সাধনা।
সত্যের অভাব নেই এবং অসত্যের অস্তিত্ব নেই।
পরমাত্মাই সত্য, শাশ্বত, সনাতন। দ্রষ্টব্য এই যে, সে সত্যটা কী ?
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে - গীতা

আমাদের প্রকাশনা

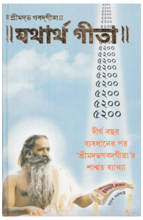

যথার্থ গীতা -
'যথার্থ গীতা'তে
শ্রীকৃষ্ণের বাণীর আশয়
উত্তমরূপে যথাবৎ বুঝিয়েছেন
এই কৃতি কালজয়ী।

২৮টি ভাষাতে

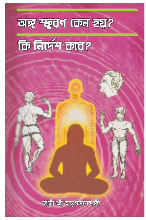

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয় এবং কি নির্দেশ করে? -
মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে স্ফুরণ হয় এর কারণ
এবং এর সঙ্কেতগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
যা সাধনাতে সহায়কের কাজ করে।

৪টি ভাষাতে

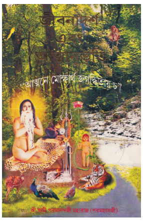

জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি -
পূজ্য গুরু পরমহংস
স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ-এঁর
জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁর অনুভূতি
এবং উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছে।
সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয়।

৪টি ভাষাতে

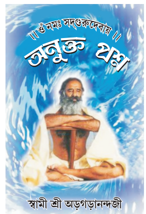

অনুক্ত প্রশ্ন -
বর্ণ, মূর্তিপূজা, ধ্যান, হঠ, চক্র-ভেদন এবং
যোগ-এর মত বিষয়গুলি স্পষ্ট করে ভ্রমিত
সমাজের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

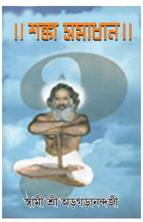

শঙ্কা সমাধান -
সমাজে প্রচলিত কুরীতি,
আড়ম্বর এবং অন্ধবিশ্বাসের
নিবারণ এবং সমাধান
করা হয়েছে।

৫টি ভাষাতে

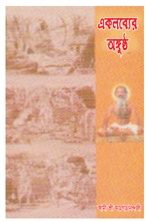

একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ -
শিক্ষা-গুরু এবং সদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য বলা হয়েছে।
শিক্ষকেরা জীবন নির্বাহ করার কৌশল-এর শিক্ষা দেন।
পরন্তু সদ্গুরু জীবনে পরমশ্বের-এর জাগৃতি এবং
পরমপদ লাভ করতে সাহায্য করেন যার ফলে পুরুষ
গমনাগমন থেকে মুক্ত হন।

৩টি ভাষাতে

কার ভজনা করব? -
জনসাধারণ ধর্মের নামে গরু,
অশ্বত্থ, দেব-দেবী, ভূত-
ভবানীর পূজা করে। প্রস্তুত পুস্তিকাতে
এই সকল ভ্রান্তির নিবারণ করে
স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সনাতন
ধর্ম কাকে বলে? ইষ্ট কে?

৬টি ভাষাতে

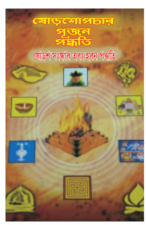

ষোড়শোপচার পূজন পদ্ধতি -
একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করা এবং
একমাত্র পরমাত্মাকে চিন্তন করার
পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মকাণ্ড অবগত করায়,
এই পুস্তিকাতে এই সম্বন্ধেই বলা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

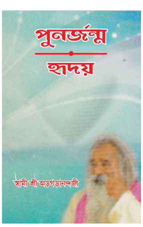

হিন্দী ভাষাতে

পুনর্জন্ম -
বৌদ্ধিক স্তরে এই বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।
মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে; দেহত্যাগ করে,
চলেও যায়; কিছু বুঝতেই পারে না যে, পুনরায় জন্ম হয় অথবা
হয় না। কিন্তু যোগাভ্যাসের এক নির্দিষ্ট স্তর যখন মানুষ অতিক্রম
করে তখন সে স্পষ্ট দেখে যে পুনর্জন্ম হয়? আমি পূর্বজন্মে
কি ছিলাম? এরপর কোন দেহ, কোথায় জন্মগ্রহণ করব?

হৃদয়
হৃদয় দেহের কোন অংশে স্থিত যেখানে পরমাত্মার নিবাস?
হৃদয়ের পরিচয় এবং পরমাত্মাকে জানার সম্পূর্ণ বিধির উপর
আলোকপাত করা হয়েছে। ক্রমোন্নত দেহ তিনটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং
কারণ। ক্রমশঃ কারণ শরীরের অন্তিম স্তরে যখন সাধনা পৌঁছায়,
তখন ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। এই পুস্তিকা এইসমস্ত
প্রশ্নেরই পূর্ণ পরিচয় দেয়।

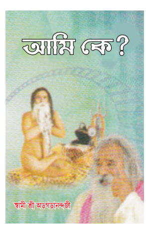

হিন্দী ভাষাতে

আমি কে? -
জন্ম থেকেই নানা প্রকারের সম্বন্ধের মাঝে থেকে এই
ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, আমি কে? এই জিজ্ঞাসা যৌগিক।
'বাসাংসি জীর্ণানি...' দেহ বস্ত্র মাত্র। দেহ ত্যাগ হলে সেই
ব্যক্তি পশু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ
করে। মৃত্যুকালে রাজসিকগুণ কার্যরত থাকলে সেই ব্যক্তি
মনুষ্যদেহ লাভ করে। সাত্ত্বিক গুণের কার্যকালে দেহত্যাগ
করলে দেব দেহ ইত্যাদি উন্নত যোনিতে জন্ম হয়। প্রত্যেক
অবস্থাতে স্থিত ব্যক্তিকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব
এই প্রশ্ন যেমনের তেমনি রইল যে, আমি কে? বাস্তবে
যখন দ্রষ্টা এই আত্মা স্বীয় স্বরূপে স্থির হয়, যা আপনার
বাস্তবিক স্বরূপ।

।। ওঁ নমঃ সদ্‌গুরুদেবায় ।।

কার ভজনা করব ?

সত্য পূর্ণ

সত্য নাশ করা সম্ভব নয়।

দ্রষ্টব্য যে, সত্য কি?

লেখক ঃ

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

শ্রীপরমহংস আশ্রম, শক্তেষগড়, চুনার-রাজগড় রোড

জেলা - মির্জাপুর (উঃপ্রঃ)

ফোন ঃ ০৫৪৪৩-২২৪৪০

প্রকাশক ঃ

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)

অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯

ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com

ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com

প্রকাশক ঃ
শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট
ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫,
মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)
অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯, ভারত
দূরভাষ ঃ ০২২-২৮২৫৫৩০০
ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com
ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com

@ লেখক

সংস্করণ - ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে নভেম্বর ২০১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৬,০০০ সংখ্যক
জানুয়ারী, ২০১৮ খৃষ্টাব্দ - ৫০০০ সংখ্যক

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

মুদ্রক ঃ
জক প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
জক কম্পাউন্ড, দাদোজী কোন্ডদেব ক্রস লেন
ভায়খলা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০২৭, ভারত
ফোন নং ঃ (০০৯১-২২) ২৩৭৭ ২২২২
ওয়েবসাইট ঃ mail@jakprinters.com
ISBN : 81-89308-29-7

শাস্ত্র

পূর্বে সব শাস্ত্র মৌখিক ছিল, শিষ্য পরম্পরাতে মুখস্ত করানো হত, পুস্তক রূপে ছিল না, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বেদব্যাস তা লিপিবদ্ধ করেছেন। চারটি বেদ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থের সঙ্কলন তাঁরই কৃতি। ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান তিনিই লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু সেগুলিকে শাস্ত্র বলেননি। তিনি বেদকে শাস্ত্র সংজ্ঞা দেননি কিন্তু গীতা সম্বন্ধে বলেছেন - গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈ শাস্ত্র সংগ্রহৈ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ পদ্মাব্জ বিনিঃসৃতা। গীতা উত্তমরূপে মনন করে হৃদয়ে ধারণ করার যোগ্য, যা ভগবান পদ্মনাভের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত বাণী। তবে অন্য শাস্ত্রের বিষয়ে চিন্তা করার অথবা সেসব সংগ্রহ করার কি প্রয়োজন ? বিশ্বে কোথাও যদি বিশেষ কিছু যদি চোখে পড়ে, তবে তা নিশ্চয়ই গীতা থেকে সংগৃহীত। 'একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান' এর বিচারধারা গীতা থেকেই আহৃত। এ বিষয়ে উত্তমরূপে জানার জন্য অধ্যয়ণ করুন - যথার্থ গীতা।

অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং মুমুক্ষুগণ অর্থ - ধর্ম - স্বর্গের সুখ এবং পরমশ্রেয়র প্রাপ্তির জন্য অধ্যয়ন করুন - 'যথার্থ গীতা'।

নিবেদক ঃ ভক্তমণ্ডল
শ্রী পরমহংস আশ্রম
শক্তেষগড়, চুনার, মির্জাপুর, উঃপ্রঃ

অনন্তশ্রী বিভূষিত
যোগিরাজ, যুগ পিতামহ

পরমপূজ্য শ্রী স্বামী পরমানন্দজী

শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া-চিত্রকূট
এঁর পরম পবিত্র চরণ যুগলে
সাদরে সমর্পিত
অন্তঃ প্রেরণা

গুরু বন্দনা

।। ওঁ শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

সূরত নিজ সোহং, কলিমল খোহং, জনমন মোহন ছবিভারী।।
অমরাপুর বাসী, সব সুখ রাশী, সদা একরস নির্বিকারী।।

অনুভব গম্ভীরা, মতি কে ধীরা, অলখ ফকীরা অবতারী।।
যোগী অদ্বৈষ্টা, ত্রিকাল দ্রষ্টা, কেবল পদ আনন্দকারী।।

চিত্রকূটহিঁ আয়ো, অদ্বৈত লখায়ো, অনুসুইয়া আসনমারী।।
শ্রীপরমহংস স্বামী, অন্তর্যামী, হ্যাঁয় বড়নামী সংসারী।।

হংসন হিতকারী, জগ পগুধারী গর্ব প্রহারী উপকারী।।
সৎ-পন্থ চলায়ো, ভরম মিটায়ো, রূপ লখায়ো করতারী।।

ইয়হ্ শিষ্য হে তেরো, করত নিহোরো, মোপর হেরো প্রণধারী।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

"আত্মনে মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ"

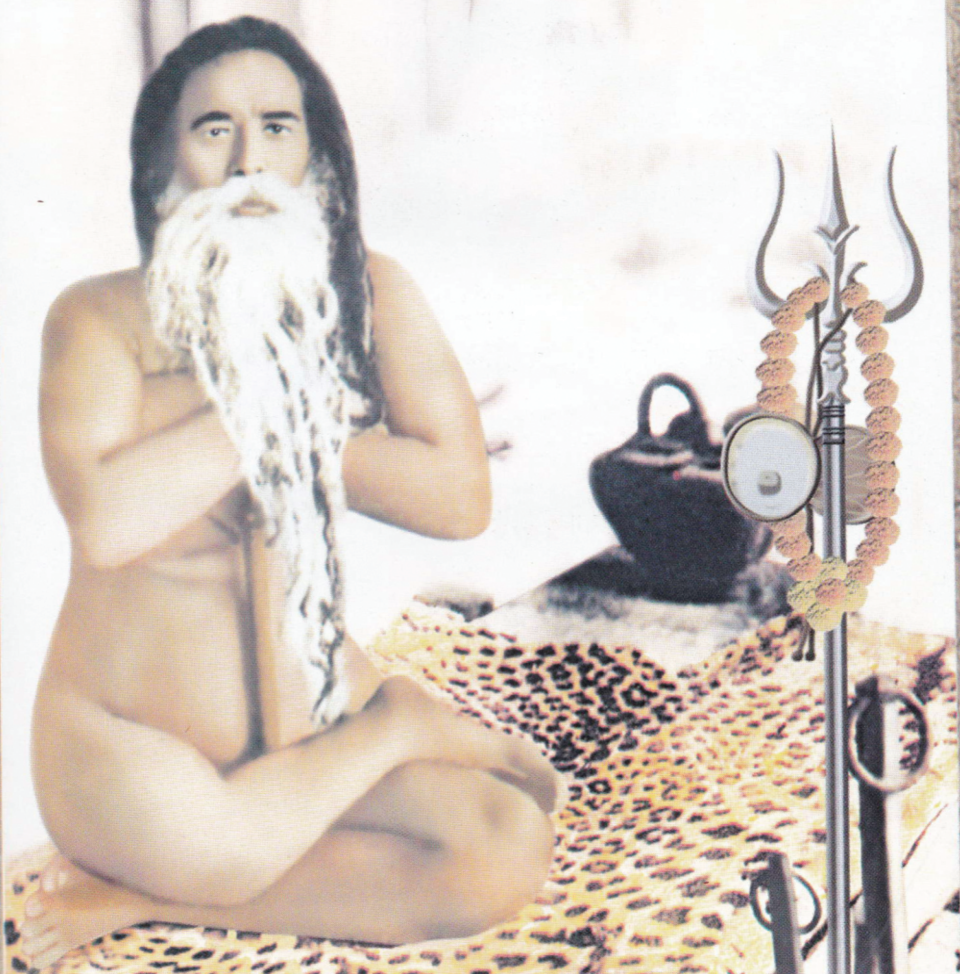

শ্রী ১০০৮ শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)

জন্ম ঃ শুভ সংবৎ বিক্রম ১৯৬৮ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)

মহাপ্রয়াণ ঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী, সংবৎ বিক্রম ২০২৬, তারিখ ২৩/০৫/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ

পরমহংস আশ্রম, অনুসুইয়া (চিত্রকূট)

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

(পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ)

গীতা প্রতিটি মানুষেরই ধর্মশাস্ত্র।

- মহর্ষি বেদব্যাস

শ্রীকৃষ্ণকালীন মহর্ষি বেদব্যাসের পূর্বে কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল না। শ্রুতজ্ঞানের এই পরম্পরা ভঙ্গ করে তিনি চার বেদ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, ভাগবত এবং গীতার মত গ্রন্থগুলিতে পূর্বসঞ্চিত ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশিকে সঙ্কলিত করে শেষে নির্ণয় করলেন যে,

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।

(ম.ভা., ভীষ্মপর্ব, অ. ৪৩/১)

গীতা উত্তমরূপে মনন করে হৃদয়ে ধারণ করার যোগ্য, যা পদ্মনাভ ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, তাহলে অন্যশাস্ত্র সংগ্রহের কি প্রয়োজন ? মানব সৃষ্টির আদি থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত অবিনাশী যোগ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যেটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেদ এবং উপনিষদ, বিস্মৃতি হওয়ার কারণে ঐ আদিশাস্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে পুনরায় প্রকাশ করেছিলেন, যার যথাযথ ব্যাখ্যা হচ্ছে '**যথার্থ গীতা**'।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্,
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি,
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।। *(গীতা মাহাত্ম্য)*

অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্র গীতাই দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীমুখে গায়ন করেছেন। প্রাপ্ত করার যোগ্য দেব এক। সেই গায়নে যে সত্য সম্বন্ধে বলেছেন, তা হল আত্মা। আত্মা ব্যতীত কিছুই শাশ্বত নয়। সেই গায়নে মহাযোগেশ্বর কি জপ করতে বলেছেন ? ওঁ অর্জুন ! ওঁ অক্ষয় পরমাত্মার নাম। ওঁ জপ কর ও আমার রূপ ধ্যান কর। কর্ম একটাই, গীতায় বর্ণিত পরমদেব একমাত্র পরমাত্মার সেবা। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজের হৃদয়ে ধারণ কর। অতএব শুরু থেকেই গীতা আপনার শাস্ত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার বছর পরে পরবর্তী যে মহাপুরুষগণ একমাত্র ঈশ্বরকে সত্য বলেছেন, তাঁরা গীতারই সংবাদবাহক। ঈশ্বরের কাছ থেকেই লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখের কামনা, ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া, অন্য কাউকে ঈশ্বর না ভাবা - এ পর্যন্ত তো প্রত্যেক মহাপুরুষ বলেছেন; কিন্তু ঈশ্বরীয় সাধনা, ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, এটা কেবল গীতাশাস্ত্রেই ক্রমবদ্ধভাবে সুরক্ষিত। গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নে সুখ-শান্তি তো লাভ হয়ই, তার সঙ্গে এই

শাস্ত্র অক্ষয় অনাময় পরমপদও প্রদান করে। প্রাপ্তির জন্য অধ্যয়ন করুন গীতার গৌরবপ্রাপ্ত টীকা '**যথার্থ গীতা**'।

যদ্যপি বিশ্বে সর্বত্র গীতা সমাদৃত, তথাপি এই শাস্ত্র কোন ধর্ম অথবা সম্প্রদায় বিশেষের সাহিত্য হতে পারেনি; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায় কোন না কোন কুরীতিতে জড়িত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত গীতাশাস্ত্র বিশ্বের মনীষীদের কাঙ্খিত গ্রন্থ। অতএব এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রের সম্মান দিয়ে উঁচু-নীচু, ভেদভাব এবং কলহ-পরম্পরায় পীড়িত বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তি প্রদান করার চেষ্টা করুন।

।। ওঁ।।

কার ভজনা করব ?

মহাকুম্ভের সময় চণ্ডীদ্বীপ (হরিদ্বার)-এ তারিখ ১০-০৪-১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জনসভাতে স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজের প্রবচন।

বন্ধুগণ !

সাগর মন্থনের পরিণামস্বরূপ যে অমৃত কুম্ভ লাভ হয়েছিল তার থেকে কিছু পরিমাণ অমৃত এই স্থানগুলিতে উপচে পড়েছিল যেখানে কুম্ভমেলার আয়োজন করা হয়। কুম্ভমেলার আয়োজনের ইতিহাসের শুরু তাই। অমৃত তত্ত্ব লাভ করার বিধি যাতে লাভ হয় সেইজন্য এই আয়োজন করা হয়। এই নয় যে মেলায় এসে, স্নান সেরে, চারিদিকের দৃশ্য দেখে বাড়ী ফিরে যাওয়া। ধর্মের, ইষ্টের এবং স্বীয় কল্যাণের পথে যে ভ্রান্তিগুলি রয়েছে যাতে সে সব দূরীভূত হয় এই তার মূল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি গীতা ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রানুসারে একমাত্র পরমাত্মা ও তাঁকে লাভ করার একমাত্র নির্ধারিত পূজা বিধির স্থানে অসংখ্য পূজা প্রক্রিয়া প্রচলিত। কেউ বলেন গোমাতা পূজা ধর্ম, অশ্বত্থ বৃক্ষ সেবা করা, বর্ণকে মান্য করা ধর্ম, কেউ আশ্রম বাসের মহত্ত্ব বিষয়ে বলে চলেছেন, অতএব এই প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে যে, সনাতন ধর্ম কোন্‌টি ? আজকের প্রশ্নও এই ধরণেরই যে **ইষ্ট কে ? কার উপাসনা করা সমীচীন হবে ?**

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, চিন্তায় আরাধনায়, পূজা অর্চনায় আগ্রহী দেখা যায় এই পৃথিবীতে হিন্দুরাই বেশী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান হিন্দু জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত নিশ্চয় সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যে, বাস্তবে আমাদের ইষ্ট কে ? কার উপাসনা করলে আমরা যথার্থ কল্যাণের অধিকারী হব ? বহু দেবতাবাদের প্রচারই একনিষ্ঠ হবার পথে সবথেকে বড় বাধা। একটা পরিবারেরই দশজন সদস্যের উপাস্য দেবতা আলাদা-আলাদা। কেউ হনুমান ভক্ত কেউ শিব; কেউ বা দেবীর তো কেউ অন্য দেবতার। উপাস্য দেবদেবীর জন্য মতবিরোধও দেখা যায়। কেউ জানে না কোনটা শাশ্বত ? দেবী দেবতা আমাদের মনে এমনভাবে স্থান দখল করে বসেছেন যে, শেষ সময় পর্যন্ত আমরা কোনও বিশেষ দেব-দেবীর উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থির করতে পারি না। মৃত্যুর সময় সন্তানরা যখন আশে-পাশে দাঁড়িয়ে যে সব চিন্তা ছেড়ে এখন ভগবানের নাম স্মরণ করুন, তখন সেই মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তি এক নিশ্বাসে বলতে শুরু করেন - হে হনুমান, হে দুর্গা মা, হে শীতলা মা, হে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, হে মৈহর মাতা, হে হরসু ব্রহ্মবাবা, হে শিব অর্থাৎ পঁচিশ-তিরিশটি নাম স্মরণ একসঙ্গে করতে শুরু করেন। এইরূপ ভ্রান্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকে, তাহলে ভেবে দেখুন - **"মন্দির একটাই, দশজন দেবতা সেখানে কেন ভীড় করবেন ?"** হৃদয়ই মন্দির, সেখানে একমাত্র পরমাত্মাকেই স্থান দেওয়া যেতে পারে, অনেককে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। **'দুবিধা মে দোউ গয়ে, মায়া মিলী না রাম'** সংশয়ে পড়ে একূল-ওকূল দু'কূল গেল। অতএব হৃদয় দেশে একজনকেই স্থান দেওয়া উচিত হবে।

আসুন দেখা যাক, এই বিষয়ে আমাদের পূর্বমহাপুরুষগণ কি বলেছেন ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে ইষ্ট বলেছেন ? ভগবান শিব কাকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ? এই সকল মহাপুরুষগণ কার চিন্তা করেছিলেন ? তাঁরা যা বলে বা করে গেছেন, সেটুকুই যদি আপনি মেনে চলেন তবে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কখনও কোন সন্দেহ উৎপন্ন হবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাই করি না। যদি কখনও বিবেচনা করিও, তবু এ বিষয়ে আমরা এতই ভীত যে, নিজের নির্ণয় পরিবর্তন করতে পারি না। ভাবি, যে দেবতাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। দুঃখ না দিয়ে দেন।

দেখুন এই বিষয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজের স্পষ্ট মত প্রস্তুত করেছেন -

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।। (গীতা, ৮/১৫)

অর্জুন ! আমাকে লাভ করেন যিনি, দুঃখের স্থান স্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর তাঁর পুনর্জন্ম হয় না, পরন্তু তিনি আমাকেই লাভ করেন। পুনর্জন্ম হল দুঃখের স্থানস্বরূপ। কেবল আমাকে লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না, পরন্তু **'স্থানম্ প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্'** শাশ্বত, অচল স্থান, পরমধাম লাভ হয়। এখন দেখা যাক পুনর্জন্মের চক্রে পড়েন কারা ?

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। (গীতা, ৮/১৬)

অর্জুন ! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে চোদ্দোটি ভুবন চরাচর জগত পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু আমাকে লাভ করেন যিনি, একমাত্র তাঁর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি শাশ্বত ধাম লাভ করেন। এখানে স্পষ্ট হল যে, ব্রহ্মা ও তাঁর দ্বারা সৃজিত সম্পূর্ণ সৃষ্টি মৃত্যুর অধীন। দেবতা, পিতৃগণ, দানব, ঋষি, সূর্য, চন্দ্র সকলেই এই চক্রে আবর্তন করছেন। 'অমরত্ব লাভ করা- মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের মতানুসারে একমাত্র পরমাত্মার মনন-চিন্তা দ্বারাই এই লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ কাগজের বাণ্ডিলের উপর ভরসা করে যদি আপনি সমুদ্র অতিক্রম করতে ইচ্ছুক হন তবে কিছুদূর যাবার পর সেটা জলতলে নিমজ্জিত হবে এবং আপনিও নিমজ্জিত হবেন। এইরূপ অন্য যে কোন উপায় যেটা নিস্তেজ (শক্তিহীন), সেটা ডুবে যাবে, তার উপর ভরসা করে পার পাবার আশা করা দুরাশা মাত্র। এইরূপ যে নিজেই মরণের অধীনস্থ, যা শাশ্বত নয়, নশ্বর তা আপনাকে শাশ্বত ধাম, অমরত্ব দিতে পারবে না। হ্যাঁ, মৃত্যু অবশ্য দিতে পারে। অতএব একমাত্র পরমাত্মার চিন্তনই গীতার উপদেশ।

গীতার উপদেশ অনুসারে দেবতা শাশ্বত নয় ও দুঃখের অটুট ভাণ্ডার; তবে তাদের পূজা কেন করা হয় ? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (অধ্যায়-৭) অর্জুন ! যাদের বুদ্ধি কামনা দ্বারা অভিভূত, এরূপ মূঢ়গণই অন্যান্য দেবতার পূজা করে। দেবতা বলে কোন শক্তিশালী সত্তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু যেখানেই জলে, প্রস্তরে, বৃক্ষে লোকেদের শ্রদ্ধা কায়েম হয়েছে, সেখানে আমিই তাদের শ্রদ্ধা পুষ্ট করি, ফল প্রদান করি, অর্থাৎ দেবোপাসকগণ ফললাভও করেন, কিন্তু ভোগের পর তা ফুরিয়ে যায়। রাত-দিন কঠোর সাধনা করে ফললাভ তো করেন, কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যায়। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রযত্ন বিফলে যায় যাক, কিন্তু কিছু কালের জন্য হলেও ফললাভ তো হয়। তাহলে ক্ষতি কি? এই প্রসঙ্গে গীতার নবম অধ্যায়ে বলেছেন যে, যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা আমারই পূজা করে, কিন্তু তা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সেইজন্য তাদের সব প্রযত্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। সবকিছু ত্যাগ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আপনি কঠোর সাধনা করেন কিন্তু পরিণামে তা নষ্ট হয়ে যায়, কারণ এই পূজা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। যখন সাধনা করবেনই, তখন বিধিপূর্বক কেন করবেন না? সাধনাপথে চলবেনই যখন তখন ঠিক পথে কেন চলবেন না?

যদি দেবপূজা বিধিসম্মত নয়, তবে সেই বিধি কোনটা? এই প্রসঙ্গে আঠারো অধ্যায়ে বলেছেন যে, অর্জুন! স্বভাবজাত ক্ষমতানুসারে নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ যে প্রকারে ভগবৎ প্রাপ্তি রূপ পরমসিদ্ধি লাভ করে, সেই বিধি সম্বন্ধে আমার নিকট শ্রবণ কর। যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি হয়েছে, যিনি সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বরকে স্বভাবজাত ক্ষমতা দ্বারা উত্তমপ্রকার অর্চনা এবং সন্তুষ্ট করে, মনুষ্য পরমসিদ্ধি লাভ করে। অতএব পরমাত্মার পূজাই একমাত্র বিধি। এই পূজাও চিন্তনের একটি নির্ধারিত ক্রিয়া বিশেষ। এর মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যজন, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, যজ্ঞস্বরূপ মহাপুরুষের ধ্যান ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির সমাবেশ করা হয়েছে। এর চর্চা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের যজ্ঞ প্রকরণের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ গীতায় বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করেছেন।

যদি শুধু একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির এবং তাঁর কোন একটি নাম ওঁ অথবা রাম জপ করেন তবে ধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হলেও আপনি শুদ্ধ ধার্মিক, সম্পূর্ণ ক্রিয়া কান্ড না বুঝলেও আপনি ক্রিয়াবান। এর ফলও নষ্ট হবে না, আপনারও নাশ হবে না।

সম্পূর্ণ গীতায় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কোথাও দেবতার সমর্থন করেননি। নবম অধ্যায়ে বলেছেন যে, কিছু ব্যক্তি আমার পূজা করে স্বর্গ কামনা করে, আমি তাদের বিশাল স্বর্গলোকের ভোগ প্রদান করি, কিন্তু তাদের - **'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'** পুণ্য ক্ষীণ হবার পর স্বর্গ থেকে স্খলন হয়, কিন্তু স্খলন হলেও তাদের বিনাশ হয় না, কারণ তারা পূর্বে বিহিত কর্ম সম্পন্ন করেছে। এটাই বিধি। অর্জুন! এই বিহিত কর্মে আরম্ভের নাশ হয় না, সাধক চলতে চলতে যদি কোন কামনা করেও বসেন, ভগবান সেটা পূর্ণ করেন। সাধক যে ভোগবস্তু কামনা করেন, শাশ্বত না হওয়ার জন্য ভোগের পর সেটা ফুরিয়ে যায়, কিন্তু সেই ভক্তের বিনাশ হয় না। কারণ তিনি বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, পশু-কীট-পতঙ্গাদি লোক সবগুলিই ভোগ যোনি। শুধু মানুষই কর্মের রচয়িতা যে কর্মকে আশ্রয় করে সে পরমাত্মাকে পর্যন্ত লাভ করতে পারে। নির্বাণ লাভ করতে পারে।

দেহ ধারণের ক্ষেত্রে আপনি দেবতাদের থেকেও বেশী ভাগ্যশালী ও শ্রেষ্ঠ, কারণ মনুষ্য শরীর লাভ করা দেবদুর্লভ, কিন্তু তা আপনি লাভ করেছেন। আপনি তাদের কাছ থেকে কি আশা করেন? আপনি যদি দেবতার স্তরে উত্তীর্ণ হন কিম্বা ব্রহ্মার স্থিতিই লাভ

করেন, তবুও পুনর্জন্মের শৃঙ্খলা ততক্ষণ অটুট থাকবে যতক্ষণ মনের নিরোধ ও বিলয়ের সঙ্গে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করে সেই পরমভাব-এ স্থিত না হন। এর বিধি হল - গীতোক্ত বিহিত কর্ম, তাঁকে উপাসনা করার নিশ্চিত প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলেছেন - অর্জুন তুমি শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর। কোন্ শাস্ত্র ? অন্যত্র সন্ধান করার প্রয়োজন নেই **'কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ'** অন্যান্য শাস্ত্রের ঝামেলায় পড়ার কি প্রয়োজন ? স্বয়ং ভগবান বলেছেন - **'ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্র মিদমুক্তং ময়াহনঘ' - (গীতা ১৫/২০)** অর্জুন ! এই গুহ্য থেকে গুহ্যতর শাস্ত্র বিষয়ে আমি শুধু তোমাকেই বললাম। পরের শ্লোকেই বলছেন যে, কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ধারণে শাস্ত্রই এ বিষয়ে তোমার জ্ঞাপক, অতএব তুমি শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত নিয়ত কর্ম কর। যে শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে আচরণ করে, সে ইহলোক, পরলোক, সুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করে না। অতএব আপনিও গীতাশাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত নিয়ত কর্ম করুন। ভূত-ভবানীর পূজা করে নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করবেন না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপর্যুক্ত নির্দেশ বিষয়ে অর্জুন জানতে চাইলেন যে, যাঁরা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক উপাসনা করেন তাঁদের গতি কি ? ভগবান বলেন যে, অর্জুন ! সব পুরুষই শ্রদ্ধাবান্। কোথাও না কোথাও তাদের শ্রদ্ধা অবশ্যই স্থির আছে। শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যারা ভজনা করে, তাদের শ্রদ্ধা তিন প্রকারের সত্ত্বগুণ সম্পন্ন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি দেবতাগণের, রজোগুণ সম্পন্ন আসক্ত ব্যক্তি যক্ষ রাক্ষসগণের এবং তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভূত-প্রেতগণের পূজা করে। এরা শুধু পূজাই করে না, কঠিন পরিশ্রমও করে, ঘোর তপস্যাও করে, কিন্তু অর্জুন ! এই তিন প্রকার ব্যক্তিগণ দেহরূপে স্থিত ভূত সমুদায়কে সেইসঙ্গে অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী পরমাত্মা আমাকে কৃশ করে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, ভজনা করে না। অর্জুন ! এদের তুমি অসুর জানবে অর্থাৎ যারা দেব-দেবীর ভজনার আড়ম্বর করে, তারাও অসুর।

অসুরের অর্থ - দুটো শিং, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট কোন বিচিত্র জীব কি ? না, অসুর সেই যে পরমদেব পরমাত্মার দেবত্ব থেকে বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এই জগতে মানুষ দুই প্রকারের - এক হল - দেবতা সম, দুই - অসুর সম। যিনি দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত তিনি দেবতাদের মত ও যে আসুরিক গুণবিশিষ্ট সে অসুরের মত। আপনার এক ভাই দেবতা ও অন্য আর এক ভাই অসুর হতে পারে। অতএব যোগেশ্বর বলছেন যে, এদের সবাইকে তুমি অসুর জানবে। এর বেশী কেউ কি বলবে ?

বন্ধুগণ ! শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে এত পরিশ্রম করে কঠোর তপস্যা করলেন, পরিণামে পরমদেবের দেবত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন 'অসুর জান' অসুর নামে অভিহিত হলেন। যে আত্মাকে পরমাত্মাকে প্রসন্ন করার কথা ছিল সেই আত্মা আরও ম্লান হয়ে দূরে সরে গেলেন। যদি প্রচেষ্টা করবেনই তবে সেইভাবে করুন যাতে পরমাত্মাকে লাভ করার পক্ষে অনুকূল হয়, প্রতিকূল নয়। তবে কেন শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়ত কর্ম করবেন না ? অতএব যাবতীয় সৃষ্টি যাঁর অংশমাত্র, সেই মূল একমাত্র পরমাত্মার উপাসনা করুন।

এরই উপর শ্রীকৃষ্ণ বারবার জোর দিয়েছেন। একমাত্র পরমাত্মার চিন্তন গীতার মূল উপদেশ।

এখন দেখুন চিন্তন করার অধিকারী কে? 'আমি তো খুব পাপী', 'অর্জুনের মত আমার ভাগ্য কই'? এইরূপ চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, সেইজন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - অর্জুন!

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। (গীতা, ৯/৩০)

অতি দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে অর্থাৎ অন্য নয়, কেবলমাত্র আমারই অনুধ্যান করে, তবে তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তার যথার্থ নিশ্চয়বোধ জেগেছে। '**ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।' (গীতা, ৯/৩১)** এই প্রকার কর্মে প্রবৃত্ত হলে সেই দুরাচারীও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়। অন্তঃকরণ পরমধর্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও শাশ্বত শান্তি লাভ করে।

অতএব আপনি অত্যন্ত দুরাচারী অথবা দুরাচারীদের যদি সর্দারই হয়ে থাকেন (বিভিন্ন দুরাচারের পরিকল্পনাতে ব্যস্ত থাকলেও) একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেই পরমাত্মাকে লাভ করার ক্রিয়া (যজ্ঞের প্রক্রিয়া) নিয়ত কর্মে শ্রদ্ধাপূর্বক যদি প্রবৃত্ত হন, তবে আপনি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যাবেন। '**কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (গীতা, ৯/৩১)** - অর্জুন! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না, তুমি নিশ্চিত জানবে। অতএব অন্য কোন দেবতার পূজা করা বিধিসম্মত নয়।

ঠিক আছে, একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির করা হল, ধর্মাচরণের জন্য প্রস্তুতও হওয়া গেল, কিন্তু এখন সেই একমাত্র পরমাত্মার কোথায় খোঁজ করা হবে? তবে কি তীর্থে-তীর্থে অথবা মন্দিরে-মন্দিরে? ভজনা কোথায় করা হবে? এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষষ্টিতম শ্লোকে বলেছেন -

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। (গীতা, ১৮/৬১)

অর্জুন! ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেখা যায় না কেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকলেই চরকির মত ভ্রমণ করছে, সেইজন্য দেখতে সমর্থ হয় না। তবে উপায় কি? কার শরণে যাবেন?

গীতার ১৮/৬২ তম শ্লোকে বলেছেন - '**তমেব শরণং গচ্ছ**' - অর্জুন! হৃদয় দেশে স্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হও। '**সর্বভাবেন** সর্বতোভাবে শরণাগত হও। এর অর্থ এই নয় যে, অর্ধেক শ্রদ্ধা দেবীতে, এক চতুর্থাংশ দেবতাতে আরোপিত হবে। সর্বতোভাবে সমর্পিত হয়ে যাও। তাতে লাভ কি হবে?' তখন বলছেন '**তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্**' - তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি লাভ করবে। শাশ্বত পদের অধিকারী হবে। অতএব পরমাত্মাকে হৃদয় দেশে অনুসন্ধান করতে হবে, বাইরে কোথাও নয়।

কিন্তু সমস্যা এই যে, হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরকে শুরুতে দেখা যায় না। তাঁর শরণাগত হবেন কিভাবে? এই প্রসঙ্গে পরবর্তী শ্লোকেই বলছেন - অর্জুন! গুহ্য থেকেও গুহ্যতর আরও একটা কথা শোন। সেই গোপনীয় কথাটা কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যাং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।। (গীতা, ১৮/৬৫)

অর্জুন! তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার অনন্য ভক্ত হও, আমার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হও। আমাকে নমস্কার কর। আমার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্ম কর। এইরূপে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

পূর্বে বলেছিলেন - 'তত্ত্বদর্শীর শরণাগত হও। এখন বলছেন - ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁর শরণাগত হও, শাশ্বত স্থান লাভ করবে। এখানে বলছেন আমার শরণে এস। বাস্তবে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান একে অন্যের পূরক। শাশ্বত ধাম লাভ করা ও সদ্গুরু যে পরমাত্মভাব - এ স্থিত, সেই পরমাত্মভাব লাভ করা, একই কথা। সেইজন্য সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সদ্গুরু হলেন ঈশ্বরের ধামে প্রবেশের চাবিকাঠি। ভগবান আছেন, কিন্তু সদ্গুরুর অভাব তাঁর দর্শন ও তাতে তল্লীন হওয়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর সদ্গুরু ছিলেন, একথা সহজে মেনে নিতে মন চায় না, সেই জন্য যোগেশ্বর পুনরায় জোর দিলেন -

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা, ১৮/৬৬)

সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তুমি নিশ্চয় আমার স্বরূপ লাভ করবে, শোক করো না।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই কথাই বলেছেন। ভগবান রাম বলেছেন - '**ভগতি মোরি**'। এইরূপ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ বলেছেন - '**বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি**'। জৈন ধর্মাবলম্বীগণ বলেছেন - '**সম্যক্ দর্শন জ্ঞান চরিত্রাণি**' - তীর্থঙ্করদের দর্শন, তাঁদের উপদেশ শ্রবণ ও তাঁদের মত চরিত্র নির্মাণই মোক্ষের উপায়। শিখ ধর্মাবলম্বীগণ বলেছেন - 'বাহে গুরু'। ইসলাম ধর্মের অনুযায়ীগণ বলেছেন - 'মহম্মদ সাহেব আল্লার রসুল'। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে যারা জীবনের বোঝা বয়ে ক্লান্ত, তারা আমার কাছে এস। আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।' পূজ্য মহারাজজী বলতেন - ''হো! আমি ভগবানের দূত। আমার সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ না করলে ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়।'' সকলেই তো আপনাকে ডাকছেন, কার-কার কাছে যাবেন আপনি? মহাপুরুষদের এরূপ বলার অর্থ এই যে, আপনি সমকালীন কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হোন।

অতএব একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ ও তাঁর অনুভব প্রাপ্ত কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য, সেবা ও সেই পরমাত্মার পরিচায়ক দু'আড়াই অক্ষরের কোন একটা নাম নির্বাচন

করে নিন - ওঁ অথবা রাম, যেটা ভাল লাগে। ক্ষণে ওঁ, ক্ষণে রাম এরূপ হেরফের করবেন না; একটা কোন নাম চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করুন। প্রত্যেক নামের অর্থ এক, পরিণামও এক। এটুকুই আপনাকে করতে হবে। নাম যখন সূক্ষ্ম স্তরগুলিতে পৌঁছাবে, তখন এই নাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ ক্রমাগত হতে থাকবে।

শ্রীরামচরিত মানসের অনুসারে ইষ্ট কে?

এখন রামচরিত মানসের আলোকে বিচার করা যাক যে, ইষ্ট কে? উপাসনা কার করা উচিত? মানস যাঁর হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ভগবান শিবের নির্ণয়।

ধর্ম পরায়ণ সোই কুল ত্রাতা। রাম চরণ জাকর মন রাতা।
নীতি নিপুন সোঈ পরম সয়ানা। শ্রুতি সিদ্ধান্ত নীক তেহিঁ জানা।। (৭/১২৬/১-২)

সো কুল ধন্য উমা সুনু, জগত পুজ্য সুপুনীত।
শ্রী রঘুবীর পরায়ণ, জেহিঁ নর উপজ বিনীত।। উত্তরকান্ড (৭/১২৭)

তিনিই নীতিতে নিপুণ, বিদ্বান্, উচ্চবংশজাত, বেদের মর্ম উত্তমরূপে অবগত হয়েছেন, যাঁর মন সর্বদা রামচন্দ্রের চরণে অনুরক্ত।

সম্পূর্ণ রামায়ণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথার উপরই বার-বার জোর দেওয়া হয়েছে যে, উপাসনা কার করবেন? বনবাস কালে প্রসঙ্গে দেখুন - ভগবান রাম শৃঙ্গবেরপুরে শয়ন করছিলেন। কুশ ও কিশলয়ের কোমল শয্যার উপর তাঁকে শয়ন করতে দেখে নিষাদরাজ গুহ খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, তিনি পাশে উপবিষ্ট লক্ষণকে বলেছিলেন - ‘‘কৈকেয়ী খুব কুটিল, রঘুনন্দন রাম ও সীতাকে সুখের সময় দুঃখ দিল।’’ লক্ষণ শুনে বলেছিলেন - না, তা নয় -

কাহু না কোউ সুখ দুঃখ কর দাতা। নিজকৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা।
যোগ-বিয়োগ ভোগভল-মন্দা। হিত-অনহিত-মধ্যম ভ্রম-ফন্দা।। (২/৯১/২-৩)

ধরণী ধাম ধন পুর পরিবারু। সরগু-নরক জহঁ লগি ব্যবহারু।।
দেখিয় সুনিয় গুনিয় মন মাহীঁ। মোহ মূল পরিমারথু নাহীঁ।। (২/৯১/৭-৪)

মোহের জন্যই ধরণী-ধাম-ধন-পুর-পরিবার, জন্ম-মৃত্যু, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্বর্গ-নরক এসব বিষয়ে বলা শোনা ও বিচার করা হয়। বহু ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করেন, কিন্তু তার মূলেও মোহ বিদ্যমান। সেখানে পরমার্থের প্রশ্নই ওঠে না। তবে পরমার্থ কি? পরমার্থ হল পরমপুরুষ পরমাত্মার চিন্তন।

সখা পরম পরমারথ এহু। মন ক্রম বচন রামপদ নেহু।। (২/৯২/৩)

এই প্রকরণে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানতা জনিত ব্যবহারের জন্য স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে আর আপনি স্বর্গের অধিকারী দেবতাদের পূজা করে মোহ থেকে মুক্ত হতে চান? কত অসঙ্গত কথা?

(ক)

হম দেবতা পরম অধিকারী। বিষয় বস্য তব ভগতি বিসারী।। (৬/১০৯খ/৬)

আমরা দেবতারা, পরম অধিকারী ছিলাম; কিন্তু বিষয়াসক্ত হয়ে হে প্রভু, আপনাকে ভক্তি করতে ভুলে গেছি। 'বিষয় বস্য সুর নর মুনি স্বামী' - সুর নর ও মুনি এরা বিষয়ের বশীভূত। এমনকি দেবতারাও বিষয় পরায়ণ। যদি আপনি এঁদের সেবা করছেন, তবে জানবেন বিষয়েরই সেবা করছেন।

(খ)

বিধি প্রপঞ্চ গুন-অবগুন সানা। (১/৫/২)
দানব দেব উঁচু অরু নীচূ। অমিয় সুজীবন মাহুরু মীচূ।। (১/৫/৩)
সরগ-নরক অনুরাগ-বিরাগা। নিগমাগম গুনদোষ বিভাগা।। (১/৫/৩-৫)

অর্থাৎ বিধাতার প্রপঞ্চ গুণ ও অবগুণ মিশ্রিত। প্রপঞ্চটা কি? পাপ ও পুণ্য, সুজাতি ও কুজাতি, সুন্দর জীবন, অমৃত-বিষ, জীবন-মৃত্যু, স্বর্গ ও নরক - এগুলিই বিধাতার প্রপঞ্চ। স্বর্গ ও স্বর্গের নিবাসী দেবতারাও প্রপঞ্চ ছাড়া কিছু নন। শাস্ত্রে আপ্তকাম মহাপুরুষগণ এরই বিভাজন করেছেন। যদি আপনি দেবতাদের পূজা করেন, তবে জানবেন সেই প্রপঞ্চেরই পূজা করছেন। এটা এই সংসারেরই গুণদোষের চিত্রণ। এই সংসারের বাইরে কোন দেবতা, কোন স্বর্গ নেই।

(গ)

গরুড়ের মনে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা মনে বিচার করেছিলেন যে, গরুড়কে তো আমি সৃষ্টি করেছি। ভগবানের মায়া যখন আমাকেই বহুবার সংশয়ে ফেলেছে, তখন পক্ষীরাজ গরুড়ের মোহ উৎপন্ন হওয়া কোন আশ্চর্যের কথা নয়। '**বিপুল বার জেহিঁ মোহ নচাওয়া।**' **(৭/৫৯/২)** দেবতাদের পিতামহ ব্রহ্মাই যখন ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন, তখন দেবগণ কিপ্রকারে আপনাকে মায়ার কবল থেকে মুক্ত করতে পারবেন?

সোঈ প্রভু ভ্রু বিলাস খগরাজা। নাচ নটী ইব সহিত সমাজা।। (৭/৭১, খ/২)

সেই মায়াই ভগবানের সঙ্কেত মাত্র নর্তকীর মত নৃত্য করে যাঁরা মায়ার বশীভূত, তাঁদের আপনি পূজা করেন। যদি করেনই তবে তাঁর পূজা করুন, যাঁর সঙ্কেতে মায়া ক্রীড়ারত পুতুলের সদৃশ নৃত্য করে। গরুড় বলেছেন - সেই মায়া রঘুবীরের দাসী ও রামের কৃপা বিনা মায়া থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, একথা আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি। অতএব যিনি মায়াধীশ, সেই একমাত্র পরমাত্মার উপাসনা করুন। যার জন্য রামচরিতমানসে বার বার সঙ্কেত করা হয়েছে।

(ঘ)

অগ-জগ জীব নাগ নর দেবা। নাথ সকল জগ কাল কলেওয়া।।

দেবতা - মনুষ্যাদি চরাচর জগত পৃথিবীর মহাকালের শুধু বর্তমান কালের প্রাতরাশের সামগ্রী। আপনি এইরূপ প্রাতরাশের উপাসনা কেন করেন? "**ভজসি না মন তেহিঁ রাম কহ, কাল জাসু কো দণ্ড**"। '**ভুবনেশ্বর কালহু কর কালা**'।

কালেরও কাল, জগতের প্রভু ভগবান রামের ভজনা কেন করেন না? যে নিজেই মরণধর্মা, সে আপনাকে মৃত্যু দিতে পারে; মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

(ঙ)

দেবগণ আপনার মনোগত ভাব জানতেও সক্ষম নন। দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের গুহায় তপস্যারত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভেবেছিলেন যে, নারদ তপস্যা করে তাঁর পদ (ইন্দ্রপদ) কামনা করছেন? সেই দেবতারা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন?

(চ)

ভগবৎ পথের বাধা হলেন - দেবতা। কেবল নারদ নয়, যে কেউ আরাধনায় অগ্রসর হয়েছেন, দেবতারা তাঁকে পথভ্রষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সামান্য মানুষকেও তাঁরা এই পথে চলতে দিতে চান না।

ইন্দ্রিন্ দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ-তহঁ সুর বৈঠে করি থানা।
আবত দেখহিঁ বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহীঁ কপাট উঘারী। (৭/১১৭খ/৬)

হৃদয়কে যদি ঘর হিসাবে তুলনা করা হয় তবে সেই ঘরের বাতায়নের সংখ্যা অনেক, যেগুলি ইন্দ্রিয় সমূহেরেই দ্বার। প্রত্যেক বাতায়নে দেবতা বাসা বেঁধে বসে আছেন। যখনই তাঁরা বিষয়রূপ হাওয়া আসতে দেখেন, তখনই বলপূর্বক কপাট খুলে দেন। ব্যক্তি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় সমূহের দেবতারা জ্ঞানের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারেন না, এঁদের সঙ্গেই আপনাকে নিরন্তর সংঘাতে নামতে হবে যেহেতু এগুলিই বিকার ও অবরোধ। যদি এঁদের পূজা করেন, তবে প্রকারান্তরে আপনি বিকারের পূজা করছেন, অবরোধের পূজা করছেন। অবরোধগুলি তো দূর করা উচিত।

বিষয় করন সুর জীব সমেতা। সকল এক সে এক সচেতা।
সবকর পরম প্রকাশক জোঈ। রাম অনাদি অবধপতি সোঈ।। (৭/১১৬/৩)

বিষয়, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহের দেবতা ও জীবাত্মা - এরা সব (অবরোহী ক্রমে) একে অপরের সহায়তায় ক্রিয়াশীল হয় ও এদের সবার উপরে যে পরম প্রকাশক বিদ্যমান, তিনিই অনাদি অবধপতি রাম। দেবতারাও যাঁর প্রকাশে প্রকাশিত, সেই মূল পরমাত্মার আপনি চিন্তন করুন।

(ছ)

দেবগণ ত্রিকালজ্ঞও নন। রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রসঙ্গে দেখুন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছিল, রাবণ মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। দেবগণও এই যুদ্ধ দেখছিলেন। তাঁরা কারও পক্ষ নিচ্ছিলেন না। তাঁরা **"বিকল বোলহি জয়জয়ে"** - জয় হোক, জয় হোক ধ্বনি করছিলেন। কে জানে যুদ্ধে কে জয়লাভ করবে, 'রামের জয়' - এই ধ্বনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা বিপজ্জনক ছিল। রামের বিজয় নিশ্চিত প্রায় হওয়ার পরেই যুদ্ধের শেষের দিনগুলিতে দেবরাজ নিজের রথ সহায়তার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর রাবণের মৃত্যুর পরেই 'স্বার্থপর' দেবতাগণ ও তাঁদের পিতামহ উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করেছিলেন।

কৃতকৃত্য বিভো সব বানরএ। নিরখন্তি তবানন সাদর এ।।
ধিগ জীবন দেব সরীর হরে। তব ভক্তি বিনা ভব ভূলি পরে।। (৬/১১০/৯)

প্রভু ! আপনার মুখারবিন্দ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভে এইসব বানর কৃতকৃত্য। যারা আপনাকে ভক্তি না করে এই ভবসাগরে মোহে নিমজ্জিত আমাদের সেই দেবশরীরকে ধিক্কার দিই। যাঁরা নিজেরাই পথভ্রান্ত, তাঁরা আপনাকে ঠিক পথের সন্ধান কি দেবেন ? দেবগণ বললেন -

ভব প্রবাহ সন্তত হম পরে। অব প্রভু পাহি সরন অনুসরে।। (৬/১০৯খ/৬)

যাঁরা নিজেরাই ভব-সাগরে ভেসে চলেছেন, তাঁরা আপনাকে উদ্ধার করবেন কি করে ? (জানা থাকলে নিজেরাই পার হয়ে যেতেন না ?) যাঁরা নিজেরাই ভব-প্রবাহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ত্রাহি-ত্রাহি করছেন, তাঁরা আপনাকে উদ্ধার করবেন কি করে ? তাঁরা আপনাকেই অবলম্বন করে পার হতে চাইবেন, আর হলে হতেও পারেন কিন্তু আপনার কি গতি হবে ? অতএব দেবতারাও যাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, আপনি সেই ভগবানের শরণে যান। যাঁরা নিজেরাই বিপদে পড়ে আছেন, তাঁরা আপনার কি সহায়তা করবেন ?

(জ)

গোস্বামী তুলসীদাস কোথাও দেবতাদের সমর্থন করেননি। **'মায়া বিবশ বিচারে' (বিনয় পত্রিকা)** - তাঁরা মায়া দ্বারা অভিভূত, দীন, এঁদের কাছে কোন উপায় নেই, কেন এঁদের শরণাপন্ন হতে যান ? দেবতা আপনার ইষ্ট নন।

(ঝ)

দেবতাদের পরাক্রম কতটা ? গোস্বামী তুলতীদাস রামচরিত মানসে বিভিন্ন স্থানে তা চিত্রণ করেছেন -

রাবণ আবত সুনেউ সকোহা। দেবহ্ন তকেউ মেরু গিরি খোহা।। (১/১৮১/৩)

ক্রুদ্ধ রাবণ আসছে শুনেই, যুদ্ধ করা তো দূরে থাক, শুধু আসছে শুনেই **'দেবহ্ন তকেউ মেরু গিরি খোহা'** - মেরু পর্বতের গুহায় গিয়ে দেবতারা লুকিয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু দেবীরা আর কতক্ষণ ছুটতেন? রাবণ তাঁদের সকলকে পুষ্পক বিমানে অপহরণ করেছিল।

দেব যচ্ছ গন্ধর্ব নর কিন্নর নাগ কুমারি।
জীতি বরী নিজ বাহুবল বহু সুন্দর বর নারি।। (১/১৮২খ)

রাবণ নিজ বাহুবলে এঁদের সকলকে জয় করে, বরণ করেছিল ও নিশাচরদের মধ্যে ভোগের জন্য ভাগ করে দিয়েছিল এবং দেবলোকের সদৃশ সুখভোগের ব্যবস্থা প্রদান করে সুখী করেছিল। দেবতারা শুনলেন যে, পরিবাররা রাবণের গৃহে বন্দী, পরিবারকে ছেড়ে একলা বেঁচে থেকেই বা কি করতেন? তাদের মুক্ত করার জন্য লঙ্কায় পৌঁছালে রাবণ দেবতাদেরও সেবাকার্যে নিযুক্ত করেছিল। **কর জোড়ে সব দিসিপ বিনীতা ভৃকুটি বিলোকহিঁ সকল সভীতা।** সকলেই বিনীতভাবে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দৃষ্টি আবিষ্ট থাকতো তার ভ্রুকুটির দিকে যে, উঠতে-বসতে, আদেশ পালনে যেন দেরী না হয়। রাবণ অপ্রসন্ন যেন না হয়।

রবি সসি পবন বরুন ধনধারী।
অগিনী কাল জম সব অধিকারী।। (১/১৮১/৫)

সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, যমরাজ, কুবের ও দেবতাদের সকল অধিকারী রাবণের আজ্ঞা পালন করতেন, ভয়ে ভীত ছিলেন ও প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে রাবণের চরণে মাথা নোয়াতেন। যিনি পৌঁছাতে পারতেন না, তিনি ঘর থেকেই প্রার্থনা পাঠিয়ে দিতেন, যেন কেউ নালিশ না করে দেয়। এই তো ছিল দেবতাদের অস্তিত্ব, মর্যাদা, তবুও তাঁদের আমরা পূজা করি।

(ঞ)

এখন সেইসব প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক, যখন দেবতাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। দেখা যাক, তাঁরা কি সাহায্য করেছিলেন? একবার নিশাচরদের আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে পৃথিবী গাভীর রূপ ধারণ করে দেবতাদের কাছে গিয়ে সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল, তাঁরা বলেছিলেন যে, আমরা তোমার কষ্ট নিবারণে অসমর্থ। পৃথিবীর সঙ্গে সুর-মুনি-গন্ধর্ব সকলেই দেবতাদের পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেবতারা কেন এসেছেন, ব্রহ্মা জানতে পেরেছিলেন। মনে অনুমান করেছিলেন যে, এটা তো আমারও আয়ত্তের বাইরে, তিনি বলেছিলেন-তুমি যাঁর দাসী, তিনি অবিনাশী, অজর, অমর, শাশ্বত ও অমৃত স্বরূপ, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই তোমার ও তোমাদের সকলের সহায়ক।

তখন সমস্যা হয়েছিল যে, সেই পরমাত্মাকে কোথায় খোঁজ করা হবে? **"পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ। কোঈ কহ পয়নিধি বস প্রভু সোঈ।" (১/১৮৪/১)** কোন দেবতা বৈকুণ্ঠ যেতে বলছিলেন, কেউ বলছিলেন ক্ষীর সমুদ্র ভগবানের বাসস্থান। সেই সমাজে শিবও ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। কোন রকমে এটুকু

বলার সুযোগ হয়েছিল - ''অবসর পাই বচন এক কহেউঁ'' -তখন বলেছিলেন -

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তে প্রকট হোহিঁ মৈ জানা। (১/১৮৪/৩)
অগ জগ ময় সব রহিত বিরাগী। প্রেম তে প্রভু প্রগটই জিমি আগী।। (১/১৮৪/৪)

ভগবান শিব নিজের জ্ঞানলব্ধ উপায় সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ভগবান প্রতিটি কণায় সমানভাবে পরিব্যাপ্ত, শুধু তাঁর চরণকমলে মনকে নিবিষ্ট কর, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রকট হয়ে যাবেন। সকলেই তাঁর মত মেনে নিয়েছিলেন। সেই বিধি দ্বারা স্তুতি করতেই আকাশবাণী হয়েছিল যে, আমি তোমাদের দুঃখ দূর করব।

এই সমস্ত প্রকরণে দেবতারা কি কোন নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন? কি সাহায্য করেছিলেন? যাঁদের এই জ্ঞানটুকু নেই যে, ভগবানের উপাসনা কিভাবে করতে হয়? তাঁরা আপনার কি মার্গদর্শন করবেন? পরমকল্যাণের পথ কোনটা, যাঁরা জানেন না, তাঁরা কি কল্যাণ করবেন?

দোষ কার? তবু আমরা তাঁদের পিছনে ছুটছি। কত মূঢ়তা? এই জড়ত্বের স্রোত কোথায়? এতে দোষ কার? এটা কি আমাদের দোষ? না, আমাদের কোন দোষ নেই। এই রীতি ধারা অনাদি, অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। বাল্যকাল থেকেই মা-বাবা, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বন্ধুদের কিছু না কিছু পূজা-পাঠ করতে দেখি, সেই অনুসারে আমরাও চলতে শুরু করি, বাল্যকালের সেই সব পূজা পদ্ধতির প্রভাব আমাদের মনোভূমিতে ও মস্তিষ্ক কোঠরে সংগৃহীত হয়। সেইজন্য হাজার বুঝিয়ে বললেও আমরা বুঝতে সমর্থ হই না। বুঝতে চাই না। প্রায়ই মায়েরা তাদের অবোধ শিশুদের হাতে ধূপকাঠি ধরিয়ে কখনও অশ্বত্থের নীচে, কখনও অন্য কোথাও বসিয়ে বলেন - হাতজোড় কর ইনি বরম বাবা, ইনি গ্রামদেবী এঁদের এইভাবে প্রণাম কর। শিশুর কোমল-নির্মল চিত্তে জীবনের প্রথম কয়েকটা বছরে যে সংস্কারের প্রভাব পড়ে, তা থেকে আজীবন মুক্ত হতে পারে না। বাল্যকালে যে বালক ভীত হয়ে যায়, সে আজীবন ভীতুই থাকে, জনশূন্য স্থানে, অন্ধকারে যেতে ভয় পায়। পাতা নড়লেও ভয় পায়। দশ-পনেরোটা দেবী-দেবতা ছোটবেলা থেকেই ধরিয়ে দেওয়া হয়। সময় হলে যদি সে ছেড়েও দেয়, তবু শঙ্কা থেকে যায়। পিতা-মাতার কাছে আমার এই নিবেদন যে, নিজের শিশুদের ভবিষ্যত এইভাবে অন্ধকারময় যেন না করে দেন।

(ট)

ঠিক এইপ্রকার সীতাও দেবী-দেবতার পূজা বংশপরম্পরায় পেয়েছিলেন - **''গিরিজা পূজন জননী পঠাঈ'' (১/২২৭/১)** সীতা পূজা করতে যেতেন। স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিনও সীতা দুর্গার পূজা করে ফিরছিলেন, ঠিক তখনই বাটিকাতে রামকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। পূজা করে ফিরছিলেন, কিন্তু আবার দেবী দুর্গার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলেছিলেন, ''মা! আজ পর্যন্ত আমি আপনার যে সেবা করেছি, তাতে প্রসন্ন হয়ে এই আশীর্বাদ করুন যাতে এই শ্যামাঙ্গ বরের সঙ্গে বিবাহ হয়।''

দেবী পার্বতী নিজের দিক থেকে কোন আশীর্বাদ করেননি। দৈববাণী হয়েছিল - "**নারদ বচন সদা সুচি সাঁচা। সো বর মিলিহিঁ জাহি মন রাচা।**" **(১/২৩৫/৪)** তোমার গুরু দেবর্ষি নারদের বচন সত্য ও ত্রুটিশূণ্য। যাঁর প্রতি তোমার মন অনুরক্ত, তাঁরই সঙ্গে তোমার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হবে। দেবর্ষি নারদ সীতাকে পূর্বে যা বলেছিলেন, দেবী শুধু তা স্মরণ করিয়েছিলেন, সীতা তখন আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

ধনুক যজ্ঞস্থলে পৌঁছে সীতা যখন সেই বিশাল ধনুকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন - 'যে ধনুর্ভঙ্গ করতে দশ হাজার রাজা অসফল হয়েছেন, সেই ধনুক এই সুকুমার বালক কি করে ভঙ্গ করবে?" তিনি সেখানে দেবী-দেবতাকে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন।

তব রামহিঁ বিলোকি বৈদেহী। সভয় হৃদয় বিনবত জেহি তেহি।। (১/২৫৬/২)

যাঁকে-যাঁকে মনে পড়ছিল, ছোট-বড় নির্বিচারে সকলের কাছেই প্রার্থনা করছিলেন। যেমন - "**হোহু প্রসন্ন মহেশ ভবানী।**" **(১/২৫৬/৩)** ভগবান শিবের স্তুতি করছিলেন, তারপর তাঁকে ছেড়ে দুর্গার স্তব করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও স্থির থাকতে পারেননি - "**গণনায়ক বরদায়ক দেবা। আজ লগি কীহ্উি তব সেবা।**" **(১/২৫৬/৪)** হে গণেশ ঠাকুর! আজ পর্যন্ত আপনারও অনেক আরাধনা করেছি। আপনিই কিছু করুন, আমার প্রার্থনা শুনে ধনুক হাল্কা করে দিন তাঁকেও ছেড়ে "**সুর মনাব ধরি ধীর**" **(১/২৫৭)** দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। তারপর ধনুকের কাছেও প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, কেউ তো শুনছেন না, এখন চাপ, আপনারই ভরসা। আপনি নিজে নিজেই হাল্কা হয়ে যান, কিন্তু এখন থেকেই হবেন না, তা না হলে যে কেউ ভঙ্গ করবে, রামকে আসতে দেখেই হাল্কা হবেন।

কোথাও যখন সফল হলেন না, তখন সমস্ত দেবী-দেবতা থেকে চিত্তকে আকর্ষণ করে একমাত্র পরমাত্মায় শ্রদ্ধা স্থির করেছিলেন, সেই পরমাত্মাতে, যিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

তন মন বচন মোর পনু সাঁচা। রঘুপতি পদ সরোজ চিতু রাচা।
তৌ ভগবান সকল উরবাসী। করিহিঁ মোহি রঘুবর কৈ দাসী।। (১/২৫৮/২-৩)

যদি কায়মনোবাক্যে আমার প্রেম সত্য ও রামের চরণ কমলে অনুরক্ত, তবে ভগবান আমাকে রামের দাসী করে দিন। হৃদয়স্থ একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা স্থির হতেই "**কৃপা নিধান রাম সব জানী**" **(১/২৫৮/৪)** - অন্তর্যামী অর্থাৎ ঈশ্বর জেনে গেলেন যে, এখন সঠিক স্থানে পূজা করছে। এরপর সীতাকে আর অন্য কোন দেবী দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে হয়নি। "**তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা।**" **(১/২৬০/৪)** রাম ধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, সীতা সফল হয়েছিলেন। অতএব আমরা যে বিবিধ পূজা করি, তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু সেই পূজা তখনই সফল হবে, যখন একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির হবে।

(ঠ)

ঠিক এইপ্রকার পূজা মাতা কৌশল্যা করেছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনে আনন্দে মগ্ন হয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলেন। **"পূজী গ্রাম দেবী সুর নাগা, কহেউ বহোরি দেন বলি ভাগা।" (২/৭/৩)** তিনি বিশাল আয়োজন করে গ্রামদেবীদের, দেবতাদের ও নাগসমূহের পূজা করেছিলেন। মানত করেছিলেন যে, যদি আমার কার্যসিদ্ধ হয়, তবে আপনাদের বলি ভোগ নিবেদন করব। দেবতারা রাজ্যাভিষেকের সূচনা তখনও পাননি; কিন্তু কৌশল্যার কাছ থেকে এ খবর আগে গ্রামের দেবীরা জেনে দেবতাদের বলেছিলেন, তারপর তাঁরা ইন্দ্রকে সূচনা দিয়েছিলেন। তাঁরা সকলে সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সারদ বোলি বিনয় সুর করহিঁ। বারহিঁ বার পায়ঁ লৈ পরহীঁ।
বিপতি হমার বিলোকি বড় মাতু করিয় সোই আজু।
রাম জাহিঁ বন রাজু তজি, হোই সকল সুর কাজু।। (২/১১)

হে মাতা! আমাদের এখন খুব বিপদ। আপনি এমন কিছু করুন, যাতে রামকে বনে যেতে হয় এবং দেবতাদেরও কার্য পূর্ণ হয় কৌশল্যা আকুল প্রার্থনা আগেই জানিয়েছিলেন, যাতে তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু দেবতারা বললেন যে, মাতা! আমাদের, দেবতাদের কার্যসিদ্ধি যাতে হয়, তাই করুন। তাদের কর্ম অনুসারে ফলভোগ করতে দিন। আপনি দেবতাদের হিত দেখুন।

সরস্বতী বলেছিলেন - 'কোন শুভকাজে বিঘ্ন ঘটাতে তোমাদের লজ্জা করে না? বনে গেলে রামের কত কষ্ট হবে? অবধরাজ্য অনাথ হয়ে যাবে। লোকে আমাকে কি বলবে?' দেবতারা অনুনয় বিনয় করেই চলেছিলেন - **"জীব করম বশ সুখ দুখভাগী। জাইয় অবধ দেব হিত লাগী।" (২/১১/২)** অযোধ্যাবাসীদের চিন্তা আপনি কেন করছেন? তারা তো সকলেই জীব। কর্মের অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই হয়, তা তাদের ভোগ করতে দিন। দেবতাদের হিতার্থে (কৌশল্যার মঙ্গলের জন্য নয়) কৌশলপুর যান, যদিও কৌশল্যা সেই দেবতাদেরই পূজা করেছিলেন। এই ধরনের দেবতাদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন? যার জন্য গোস্বামীজী জোর দিয়েছেন, আপনি তাঁর পূজা কেন করেন না। যাঁর নাম **"মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে"** যাঁর আরাধনা করলে কর্মবন্ধন কেটে যায়।

সরস্বতীকে ইতস্তত করতে দেখে দেবতারা বারবার তাঁর পায়ে পড়ে নিবেদন করতে লাগলেন - **"বার-বার গহি চরণ সঙ্কোচী চলী বিচারি বিবুধ মতি পোচী।" (২/১১/৩)** একাজ করতে তাঁর সঙ্কোচ হচ্ছিল। সারাটা পথ এই বিচার করে গেলেন যে, দেবতাদের বুদ্ধি কত দোষযুক্ত। **"উঁচ নিবাস নীচ করতুতী। দেখ না সকহি পরাই বিভূতি।" (২/১১/৩)** এদের নিবাস তো বহু ঊর্ধ্বে, কিন্তু কর্ম ত্রুটিপূর্ণ। এরা কারও সমৃদ্ধি দেখতে পারে না। যাঁদের ভিতর এত ঈর্ষা, তাঁরাই কি আপনার আদর্শ?

হরষি হৃদয় দশরথ পুর আই। জনু গ্রহ দশা দুসহ দুখদাই।। (২/১১/৪)

দেবতাদের মাতা সরস্বতী অযোধ্যা আসছিলেন। কত সৌভাগ্য অবধবাসীদের। কিন্তু গোস্বামীজী বলছেন, না, '**জনু গ্রহ দশা দুসহ দুখদাই**' - মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। বলে যে, শনি সব থেকে দুষ্ট গ্রহ, যে সাড়ে সাত বছর পর্যন্ত কষ্ট দেয়। কিন্তু সরস্বতী তো চৌদ্দ বছরের জন্য দুর্দশায় ফেলেছিলেন। রাম তো কল্যাণস্বরূপ, তাঁর কি কল্যাণ করবেন? তিনি তো দেবতাদেরও কল্যাণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূজা করেছিলেন মা কৌশল্যা, তিনি কি পেয়েছিলেন? বৈধব্য ও দুঃখ।

নাম মন্থরা মন্দমতি, চেরি কৈকেয়ী কেরি।
অজস পৈটারি তাহি করি, গঙ্গ গিরা মতি ফেরী।। (২/১২)

কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক মন্দবুদ্ধি দাসী ছিল, তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে সরস্বতী ফিরে গিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন, তাদের উপর দেবী-দেবতাদের প্রভাব পড়ে না। যারা মন্দবুদ্ধি, তারাই দেবী-দেবতার প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন।

যখন ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রকূট গিয়েছিলেন, তখনও দেবী-দেবতাদের এইরূপ চরিত্র দেখা গিয়েছিল। দেবতারা এই চেষ্টাতেই ছিলেন, যাতে রামের সঙ্গে ভরতের মিলন না হয়। এদের নিন্দিত চরিত্রের পরাকাষ্ঠা ভরত-রামের কথোপকথনের সময় দেখে মানসকার বলেছেন - '**মধবা মহা মলীন, মুএ মারি মঙ্গল চহত।' (২/৩০১)** ইন্দ্রের কত মলিন চরিত্র, দুঃখী অযোধ্যা ও জনকপুর নিবাসীদের আরও কষ্ট দিতে চাইছে, মৃতদের মেরে যেন মঙ্গল কামনা করছে।

কপট কুচালি সীবঁ সুররাজু। পর অকাজ প্রিয় আপন কাজু।
কাক সমান পাক রিপু রীতী। ছলী মলীন কতহুঁ ন প্রতীতী।। (২/৩০১/১)

দেবরাজ ইন্দ্র হলেন কপট ও কদাচারের শেষ সীমা। অন্যের ক্ষতি ও নিজের লাভই তাঁর কাছে প্রিয়। এইরূপ দেবতাদের কাছ থেকে আপনি লাভের আশা করেন? সেই সভাতেও জনসাধারণের মধ্যে খারাপ চিন্তা, কপট, উচাটন ও ভয়ের সঞ্চার করেছিলেন। এই তাঁদের দেবমায়া। এই গুণগুলিই শুধু আপনি তাঁদের কাছ থেকে পেতে পারেন। এই দেবমায়ার শিকার কে কে হয়েছিলেন?

ভরতু জনকু মুনিজন সহিত, সাধু সচেত বিহাঈ।
লাগি দেবমায়া সবহি; যথা জোগু জনু পাই।। (২/৩০২)

ভরত, জনক, মুনি, মন্ত্রী, সাধু-সন্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এঁদের বাদ দিয়ে অন্য সকলের উপর, যার যেমন বুদ্ধির স্তর ছিল, তার উপর তেমনি দেবমায়ার প্রভাব পড়েছিল। স্পষ্ট হল যে, যারা বোধশক্তিতে ক্ষীণ ও দুর্বল, তারাই দেবতাদের প্রভাবে প্রভাবিত হন।

সরস্বতী মন্থরার কাছে গিয়েছিলেন, তাতে মন্থরার কি লাভ হয়েছিল? সরস্বতীর

কৃপাতেই তার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছিল, সে যা তা চিন্তা করতে শুরু করেছিল। ষড়যন্ত্রের সূত্রধার হয়েছিল ও শেষে লাথিও খেয়েছিল।

কুবর টুটে ফুট কপারু। দলিত দসন মুখ রুধির প্রচারু। (২/১৬২/৩)

তার কুঁজ চূর্ণ হয়েছিল; কপাল ফেটে, দাঁত ভেঙ্গে মুখ থেকে রক্ত পড়ছিল। এতসব হওয়ার পরেও তার দুর্দশা শেষ হয়নি। তার চুলের গোছা ধরে টানা হেঁচড়া করা হয়েছিল। যার কণ্ঠে মা সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছিল, তার সম্মান বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে এতই অপমানিত হয়েছিল যে, এরপর রামায়ণে কোথাও তার নামের উল্লেখ করা হয়নি। আজও কেউ নিজের কন্যার নাম মন্থরা রাখতে সাহস পায় না। মন্থরা তো প্রতীক মাত্র। সেই সব মন্দ ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, যারা দেবী-দেবতার পূজা করেন। এর পরিণাম চিত্রিত করে গোস্বামীজী আপনাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন? আপনি কি কখনও বিচার করেছেন যে পূজনীয় কে?

(ড)

রামচরিত মানসে সরস্বতীকে তিনবার আহ্বান করা হয়েছে। একবার মন্থরার প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়বার তখন, যখন দেবতারা ভরতের বুদ্ধি বিকৃত করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে দেবতাদের পরিবার সুখী থাকে। কিন্তু সরস্বতী রেগে বলেছিলেন - হাজারটা চোখ থাকা সত্ত্বেও তোমরা সুমেরু পর্বত দেখতে পাচ্ছ না? ভরতের ভিতর কোন্ সুমেরু পর্বত ছিল? '**ভরত হৃদয় সিয়রাম নিবাসু। তহঁ কি তিমির জহঁ তরনি প্রকাসূ।**' (২/২৯৪/৪) যে স্থান সূর্যের প্রকাশে প্রকাশিত, সেখানে কি অন্ধকার হতে পারে? ভরতের ভিতর কি প্রকাশ ছিল? ভরতের হৃদয়ে রাম ও সীতার নিবাস ছিল। দেবী বললেন- সেখানে আমার ছল, চাতুরী চলবে না। অন্ধকার কারা? দেবতারা। প্রকাশ কে? একমাত্র পরমাত্মা। এখানে আর একটা কথা স্পষ্ট হল যে, যাঁর হৃদয়ে ভগবানের নিবাস, দেবতারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেন না। অতএব কায়মনোবাক্যে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত হোন। যদি আপনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর চিন্তা করেন, তবে হৃদয়ের প্রভুও আপনাকে দেখবেন, আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেবেন।

তৃতীয়বার আমরা সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের কাছে যেতে দেখছি। কুম্ভকর্ণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দেবার জন্য তার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা বিচার করেছিলেন যে, যদি এই পাপিষ্ঠ আর কিছু না করে শুধু খাদ্যই গ্রহণ করে, তবু এই সংসার উজাড় করে দেবে। অতএব, "**সারদ প্রেরি তাসু মতি ফেরী। মাগেসি নীঁদ মাস ষট্ কেরী।**" (১/১৭৬/৪) সরস্বতীকে প্রেরণ করে তার বুদ্ধি বিকৃত করা হয়েছিল, সেই জন্য সে ছমাস একটানা ঘুমের কামনা করে বসেছিল। কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্কে সরস্বতীর প্রবেশ, তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। দেবতাদের পূজা করে কার কি কল্যাণ হয়েছে?

(ঢ)

বর্তমানে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব শ্রেষ্ঠ। মহারাজা মনু সংসার

ত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য নৈমিষারণ্যে পৌঁছে ভগবৎ চিন্তনে রত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য কি ছিল? তিনি কার উপাসক ছিলেন? তিনি মনে বিচার করেছিলেন "**শম্ভু বিরঞ্চি বিষ্ণু ভগবানা। উপজহিঁ জাসু অংশ তে নানা।**" (১/১৪৩/৪) সেই ভগবান, যাঁর অংশ মাত্র থেকে বহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়, "**এইসেউ প্রভু সেবক বশ অহঙ্গ**" যে ভগবান এইরূপ, তিনিও সেবকের বশীভূত ও অনুরক্ত। সেবকের সঙ্গে থাকেন, সেইজন্য আমি তাঁরই ভজনা করব। তিনিই আমার অভিলাষা পূর্ণ করবেন। মনু চিন্তনে রত হয়েছিলেন। ভজনে তীব্রতা আসার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা তাঁর কাছে যেতে শুরু করেছিলেন।

বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা। মনু সমীপ আয়ে বহুবারা।
মাঁগহু বর বহু ভাঁতি লোভাএ। পরমধীর নহিঁ চলহিঁ চলাএ।। (১/১৪৪)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, মনু জ্ঞাত ছিলেন, তা না হলে প্রকৃত পথ হারিয়ে ফেলতেন। তিনি জানতেন যে, এইরূপ বহু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সেই ভগবানের অংশমাত্র। সেইজন্য মনু তাঁদের পাত্তা দেননি। এটুকুও বললেন না যে, দেব! আমার কত সৌভাগ্য, আপনারা দর্শন দিলেন। কিন্তু দেবতারাও এতই লজ্জাশূণ্য ছিলেন যে, আত্মসম্মান ভুলে বার বার মনুর কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছিলেন। এইরূপ মনে হচ্ছে যে, বিঘ্ন ঘটানোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা মনুর কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে যাননি। প্রলোভন ছাড়া আর কিছু দিচ্ছিলেনও না। '**বহু ভাঁতি লুভাএ**' মোহেরই এক প্রবল ধারা লোভ। '**কাম ক্রোধ লোভাদি-মদ, প্রবল মোহকে ধারি**' - সেগুলি মোহেরই সেনা; সেইজন্য মনু সেদিকে নজর দেননি। চিন্তনেই রত ছিলেন। **অস্থিমাত্র হোই রহে সরীরা। তদপি মনাগ মনহিঁ নহিঁ পীরা।।** (১/১৪৪/২) শেষ পর্যন্ত অস্থিচর্মসার হয়ে বেঁচে ছিলেন, তবুও মনে কোন কষ্ট ছিল না, প্রসন্ন ছিলেন, স্মরণ ও মনন সঠিকভাবে হচ্ছিল।

ভগবান দেখলেন, এই ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে আমার আশ্রিত, এর মন নিরুদ্ধ হয়ে গেছে, তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হয়েছিল - বর চাও, বর চাইতে বললে মনু চেয়েছিলেন -

জো স্বরূপ বস শিব মন মাহীঁ। জেহি কারন মুনি জতন করাহীঁ।
জো ভুশুন্ডি মন মানস হংসা। অগুন সগুন জেহি নিগম প্রশংসা।
দেখহিঁ হম সো রূপ ভরি লোচন। কৃপা করহু প্রনতারতি মোচন।। (মানস, ১/১৪৫/২-৩)

মনু শিবের শুধু দর্শন করেই সন্তুষ্ট হননি। শিব বার-বার এসেওছিলেন, কিন্তু তার কাছে কিছু চাননি। যদিও ভগবান শিব তত্ত্বে স্থিত তত্ত্বস্বরূপ মহাপুরুষ, পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু পথ না চলে শুধু তাঁর দর্শন করে থেকে যাওয়া ঠিক নয়। শিবের হৃদয়ের অনুভূতি, স্বয়ং চলে উপলব্ধি করা মনুর উদ্দেশ্য ছিল। মনু জানতেন আচরণ করেই লাভ করার বিধান আছে। কোন পালোয়ানকে শুধু হাতজোড় করলেই পালোয়ান হওয়া যায় না। চিকিৎসকের দর্শন মাত্রে রোগের নিবৃত্তি হয় না।

মহাত্মা বুদ্ধ ও নিজের শিষ্যদের বলতেন যে, 'যদি তোমরা আমার উপদেশ অনুযায়ী আচরণ কর, তবে দূরে থাকলেও তোমরা আমার কাছে থাকবে, আর যদি আচরণ না কর তবে কাছে থেকে দর্শন করলেও কোন লাভ হবে না। কাছে থেকেও দূরেই থাকবে। সেইজন্য আচরণ কর।

মনু জানতেন, ভগবান শিব সিদ্ধিদায়ক, তবু তাঁর কাছে কিছু চাইলেন না। কিন্তু যখন আকাশবাণী হয়েছিল, তখন শিবের হৃদয়ে যে অনুভূতির ভাণ্ডার আছে, তাই চাইলেন। '**জেহি কারন মুনি জতন করাহীঁ**' - যার জন্য মুনিগণ তপস্যা করেন। আজকাল কোন মুনির উপর বিন্ধ্যবাসিনী ভর করে, কারও উপর হনুমান, কেউ বলেন, সাধনা করে যক্ষিণী সিদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। এঁরা কেউ মুনি নন। যিনি সেই স্তরে উন্নীত হননি তিনি শুধু ভ্রান্ত ও শ্রান্ত পথিক, কেবল কিছু লাভের প্রত্যাশী মাত্র।

মনুর মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, "**বিশ্বওয়াস প্রকটে ভগবানা।**" **(১/১৪৫/৪)** কোন ভগবান? "**হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা**" - যেরূপ শিব বলেছিলেন। '**জেহি জানে জগ জাঈ হেরাঈ**' মনু বিশ্বে সর্বত্র ভগবানেরই বাস দেখতে পেয়েছিলেন। যেখানেই দৃষ্টি পড়ছিল, পাথরে-জলে সর্বত্র প্রভুর স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। স্বয়ংও বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্ব সংসারও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চিত্ত সংস্কার মুক্ত হয়েছিল। পূর্বে যেখানে স্থূল বিশ্ব চরাচর দেখতে পেতেন, তার পরিবর্তে সর্বত্র ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন করছিলেন - "**ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ।**" এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত সকল মহাপুরুষ এই একই নির্ণয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, দৃশ্যমান সকল বস্তুতে ঈশ্বরের অবস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আমরা দর্শন করতে সক্ষম হই না কেন? "**জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ। জাগে যথা স্বপন ভ্রম জাঈ**"। "**অস প্রভু অছত হৃদয় অবিকারী**" সেই রাম ভক্তের হৃদয়ে উপলব্ধ হন, বাইরে নয়। আপনার হৃদয়েও আছেন কিন্তু অবচেতন অবস্থাতে, তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধাকে অটুট রাখতে হবে, যিনি তাঁকে আপনার হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, সেইরূপ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করার আকাঙ্খা থাকা আবশ্যক। বহির্জগতে কোন দেবী-দেবতা নেই। বাইরের বস্তুকে পূজা করলে কল্যাণ কখনও হবে না, বস্তু লাভও হবে না-এটাই রামায়ণের নির্ণয়।

(ণ)

কোটি কোটি দেবী-দেবতা সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার অংশমাত্র। কাকভুশুণ্ডি বলেছেন - "**রাম কাম সতকোটি সুভগ তন। দুর্গা কোটি অমিত অরি মর্দন।**" **(৭/৯০খ/৪)** ভগবান কোটি কোটি কামদেবের সমান সুন্দর। কোটি কোটি দুর্গার তুল্য শত্রু নাশ করতে সক্ষম। "**শারদ কোটি অমিত চতুরাই**" অনন্ত কোটি সরস্বতীর সমান চতুর। "**বিধি সতকোটি সৃষ্টি নিপুনাঈ**" **(৭/৯১খ/৩)** আরব-আরব ব্রহ্মার সমান সৃষ্টি রচনাতে নিপুণ। "**বিষ্ণু কোটি সম পালনকর্তা। রুদ্র কোটিসত সম সংহর্তা।**"

(৭/৯১খ/৩) পালনে কোটি বিষ্ণুর সমান ও সংহারে আরব-আরব রুদ্রের সমান। কোটি-কোটি ইন্দ্রের সমান তাঁর ঐশ্বর্য। আরব-আরব কুবেরের সমান ধনবান ও আরব-আরব কামধেনুর সমান কাম্য পদার্থ প্রদান করতে সক্ষম। কোটি কোটি সূর্যও যাঁর কাছে জোনাকি সম মাত্র। তবুও আমরা প্রভুর পূজা না করে সূর্যের পূজা করি। আপনি সেই মূলের আশ্রয় গ্রহণ করুন, এঁরা সকলেই যাঁর নগণ্য অংশমাত্র। "**তুলসী মূলহি সেইয়ে ফুলই ফলই অঘাই।**" মূলের সেবা করলে বৃক্ষ-শাখা- প্রশাখা-ফল-ফুল-পাতা সবই আপনার হবে, আর পাতার পিছনে ছুটতে থাকলে বৃক্ষ (মূল পরমাত্মা) কেও খোয়াবেন। কল্যাণ হবে ভেবে দেবতা, পাথর, জল, পশু ও পাখির পূজা করে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। কারও উপর দয়া নয়, স্বয়ং নিজে, নিজের উদ্ধার করুন।

(ত)

দেবী দেবতাদের তো নয়; হ্যাঁ ভরত আগে শিবের পূজা করতেন। রামের রাজ্যাভিষেক নিয়ে অযোধ্যাতে যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছিল, তখন ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। রাত্রিবেলা তিনি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলেন। মন দুশ্চিন্তার ভরে উঠেছিল। মন শান্ত করার জন্য "**বিপ্র জেবাই দেহি দিন দানা। শিব অভিষেক করহি বিধি নানা।**" **(২/১৫৬/৪)** ভরত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতেন, দান করতেন, বহু প্রকারে শিবের অভিষেক করতেন। "**মাঁগহি হৃদয় মহেশ মনাঈ। কুশল মাতু পিতু পরিজন ভাই।**" **(২/১৫৬/৪)** আন্তরিকভাবে শিবকে প্রার্থনা করতেন যে, মাতা-পিতা, ভাই ও পরিজনেরা সকলেই যেন কুশলে থাকে।

কি পেয়েছিলেন? পিতা স্বর্গে গমন করেছিলেন, মাতা বিধবা হয়েছিলেন, ভাই বনবাসের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন ও সাতদিন যতক্ষণ ভরত অযোধ্যা পৌঁছাননি, ততক্ষণ কোন অযোধ্যাবাসীর ঘরে উনান পর্যন্ত ধরানো হয়নি। তবে কি, শিবের পূজা করা ভুল? না "**শিব সেবা কর ফল সুত সোঈ। অবিরল ভগতি রাম পদ হোঈ।**" **(৭/১০৫খ/১)** আদি গুরু ভগবান শিবের সেবা করার ফল এই হয় যে, রামের পদ পঙ্কজের প্রতি সুগভীর অনুরাগ উৎপন্ন হয়। ভগবান শিবকে ভক্তি করলে তিনি তত সন্তুষ্ট হন না, যত সন্তুষ্ট রামকে ভক্তি করলে হন। সাধারণ প্রার্থনাগুলির দিকে নজর না দিয়ে তাঁকে রামের সর্বোত্তম ভক্তে পরিণত করেছিলেন ভগবান শিবের যা কর্তব্য ছিল, তিনি সেই কর্তব্যের নির্বাহ করেছিলেন। এরপর ভরত আজীবন রামকে ভক্তি করেছেন, শিবকে নয়।

এইরূপ উদাহরণ কাকভুশুণ্ডিও। পূর্বজন্মে তিনি শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং অন্য সকল দেবতাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁর গুরুদেব দয়ালু, নীতি-নিপুণ ছিলেন। তিনি বলতেন - শিবের সেবা করলে রামের চরণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। গুরুদেবের এই উপদেশ কাকভুশুণ্ডির ভাল লাগত না, তিনি গুরুদেবকে অবহেলা করতে শুরু করেছিলেন।

একদিন কাকভুশুণ্ডি শিবমন্দিরে বসে শিবনাম জপ করছিলেন। গুরুদেব সেখানে এলে কাকভুশুণ্ডি তাঁকে প্রণাম পর্যন্ত করেননি। গুরুদেব কোমল স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু গুরুর অপমান স্বয়ং শিব সহ্য করতে পারেননি। অজগর হয়ে হাজার-হাজার বার

জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। যে শিবের তিনি পক্ষ নিতেন, সেই শিবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। গুরু মহারাজের খুব দয়া হয়েছিল, ভগবান শিবের কাছে তাঁর প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন - একে জন্মগ্রহণ করতেই হবে, কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর অসহনীয় পীড়া ভোগ করতে হবে না। কোন জন্মে এর প্রজ্ঞা নষ্ট হবে না। শেষ জন্মে মনুষ্য শরীর ধারণ করে রামের ভক্তি লাভ করবে।

তিনি ছিলেন তো শিবের ভক্ত, কিন্তু শিব প্রসন্ন হয়ে কি বর দিয়েছিলেন? রামের ভক্তি। শেষ জন্মে তাঁর "**মন তে সকল বাসনা ভাগী। কেবল রাম চরণ লব লাগী।।**" **(৭/১০৯ঘ/৩)** শিব সেবার ফল "অবিরল ভক্তি রামপদ হোঈ" রামের চরণের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়েছিল ও তাঁকে লাভ করেছিলেন।

(থ)

ভারতবর্ষে আজও শিব-পূজা প্রচলিত আছে। এখানে শিব মন্দিরের সংখ্যা অনেক। যদি সেই স্থানে বলা হয় যে, ভগবান শিবের কোন আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছিল? তাঁর বিদ্যা কি ছিল? তিনি তপস্যা কিভাবে করেছিলেন? তিনি ভক্তদের কি উপদেশ দিয়েছিলেন? কি উপায়ে আমরা তাঁকে লাভ করব? তবে সেই মন্দিরে যাওয়া সার্থক হবে। শুধু এটুকু জানতেই আপনি সেখানে যান। মহাপুরুষগণ কিভাবে সেই সত্য লাভ করেছিলেন, যে স্থানে একথা বলা হয় না, সেখানে গেলে আপনার ক্ষতি হবে, কিছু লাভ হবে না। শুধু চরণামৃত বিতরিত করা হয় যে মন্দিরে, সেস্থানে গেলে ফাঁকিতে পড়তে হবে। যিনি ভগবান শিবের শরণাগত, তাঁকে তিনি রামের চরণে সমর্পণ করেছেন (অনুরাগ প্রদান করেছেন)। তিনি সর্বদা রামনাম জপ করতেন -

তুম পুনি রাম-রাম দিন রাতী। সাদর জপহু অনগ অরাতী। (১/১০৭/৪)
কাশী মরত জন্তু অবলোকী। জাসু নাম বল করউঁ বিসোকী।। (১/১১৪/১)

কাশীতে ভগবান শিব নিজের পরাক্রমে মুক্তি প্রদান করেন না, পরন্তু নামের জোরেই মোক্ষ প্রদান করেন। একমাত্র পরমাত্মার ধ্যান মননের উপরই ভগবান শিব জোর দিয়েছেন।

ঠিক সেই প্রকার ভক্ত হনুমান ছিলেন। তাঁরও জপের একমাত্র রাম শব্দ ছিল। "**সুমিরি পবনসুত পাবন নামু। অপনে বশ করি রাখে রামু**" **(১/২৫/৩)** পবনসুত সেই পরম পবিত্র রাম নামের জপ করেছিলেন। হনুমান কখনও হনুমান হনুমান জপ করতে বলেননি। তিনি জীবনে যে অধিকারী ভক্তের সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁকে রামের ভক্তি করতে বলেছেন।

হনুমান সম নহিঁ বড়ভাগী। নহিঁ কোউ রামচরন অনুরাগী।। (৭/৪৯/৪-৫)

হনুমানের সমান ভাগ্যশালী কেউ ছিলেন না। তবে সৌভাগ্য উদয়ের কারণ কি? "**নহিঁ কোউ রাম চরন অনুরাগী**" রামের চরণে অনুরাগই ভাগ্যোদয়ের মূল কারণ।

এই দুজন মহাপুরুষের জীবনী থেকে স্পষ্ট হল যে, দেবতাদের মধ্যে কিছু মহাপুরুষও আছেন; যাঁরা আমাদেরই পূর্বপুরুষ, কিন্তু কোটি কোটি কল্পিত দেবতাদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা এক শতাংশও নয়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার; কারণ তাঁরা কোন কালে সাধনা করে পরমাত্ম-স্বরূপের স্থিতিলাভ করেছিলেন। নিজের সময়ে তাঁরা সদ্গুরু ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁদের পূজা করার, তাঁদের নাম জপ করার বিধান নেই। কিন্তু যদি কেউ করেনই, তবে সেই মহাপুরুষ একমাত্র পরমাত্মার দিকেও সমকালীন সদ্গুরুর দিকে এগিয়ে দেন। অতএব, আপনি শুরু থেকেই একমাত্র পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাকে অবিচল রাখুন সময় বৃথা যেন নষ্ট না যায়, কেবল তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করুন।

(দ)

গোস্বামী তুলসীদাসজী রামচরিত মানস রচনা করে শেষে মানস রোগের লক্ষণ নির্ণয় করে বলেছেন যে, এর বিরোধী কে? “**মোহ সকল ব্যাধিহ্ন কর মূলা**” **(৭/১২০খ/১৫)** - মোহই সকল ব্যাধির মূল কারণ। কামবাতের, কফ লোভের ও ক্রোধ হল পিত্তের কারণ। যখন কাম, ক্রোধ ও লোভ তিনভাই একটা হৃদয়ে, একস্থানে একত্র হয়, তখন সেই ব্যক্তির অবস্থা সন্নিপাতের রোগীর মত হয়। “**অহংকার অতি দুখদ ডমরুআ। তৃষ্ণা উদর বৃদ্ধি অতি ভারী।**” এই প্রকার কুড়ি পঁচিশটা রোগের চিত্রণ করে শেষে বলেছেন - “**মানস রোগ কছুক ম্যায় গায়ে।**” - আমি কিছু কিছু মানস রোগের বর্ণনা করেছি। “হ্যায় সবকে লখি বিরলহ্ন পায়ে।” আছে তো সকলের মধ্যে, কিন্তু যাঁরা এদের চিনতে পারেন, তেমন ব্যক্তির সংখ্যা বিরল। তবে এই রোগগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি? এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

সদ্গুরু বৈদ বচন বিশ্বাসা। সংযম ইয়হ ন বিষয় কৈ আশা।
রঘুপতি ভগতি সঞ্জীবনী মূরী। অনুপান শ্রদ্ধা মতি পূরী।।
এহি বিধি ভলেহী সো রোগ নসাহীঁ। নাহিঁ ত কোটি জতন নহিঁ জাহীঁ।। (৭/১২১খ/৩-৪)

সদ্গুরুই বৈদ্য, তাঁর বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় থাকা উচিত। ভগবানের ভক্তিই (দেবী দেবতাদের ভক্তি নয়, শুধু ভগবানের ভক্তি) মৃত সঞ্জীবনী সুধা, অনুপানের জন্য সদ্গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। এই বিধি দ্বারা রোগ বিনষ্ট হয়, অন্যথা কোটি কোটি উপায় অবলম্বন করলেও এই রোগ দূর হবে না। যে প্রচেষ্টা দ্বারা রোগ দূর হবার নয়, সেই চেষ্টা আপনি করছেন কেন? সেই প্রভুকে কেন ভক্তি করছেন না? যাঁর দ্বারা এই মানস রোগ বিনষ্ট হয়।

(ধ)

এ পর্যন্ত আপনি নিশ্চয় জেনে গেছেন যে, আমাদের ইষ্ট কে? অনিষ্ট থেকে যিনি আমাদের রক্ষা করেন, ইষ্ট তাঁকেই বলে। অনিষ্ট বলে ক্ষতি, লোকসানকে। দৈনিক জীবনে ছোট বড় ক্ষতি তো হতেই থাকে। কারও মাথাব্যথা; কারও চাকরীতে বাধা, কোথাও গাড়ীতে-গাড়ীতে ধাক্কা ইত্যাদি হয়রানি তো হয়ই। এই প্রকার হাজার হাজার

প্রকারের কামনা মানুষের মধ্যে থাকে। যিনি এই সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন ও কামনা সমূহের পূর্তি করেন, তিনিই ইষ্ট।

সবকিছু সুরক্ষিত হওয়ার পর এবং সমৃদ্ধ জীবন লাভ হওয়ার পরও এই মনুষ্য দেহ তো নশ্বর। আজ আছে কিন্তু কালকের জন্য কেউই নিশ্চয় করে বলতে পারে না, এটা নশ্বর। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! এই আত্মাই শাশ্বত, দেহ তো নাশবান্। "**অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।**" **(গীতা ৯/৩৩)** তবে তো আপনার বৈভব-বিলাস এখানেই পড়ে থাকবে, কাল বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাবে। জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করার কোন উপায় আছে কি? তিনি কে? যিনি এই ভয়ঙ্কর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে আমাদের অকাল স্থিতি অবস্থা থেকে শাশ্বত ধামে নিয়ে যাবেন ও অমর সত্তার সঙ্গে বিলীন করে দিয়ে অক্ষয় শান্তি প্রদান করবেন। এই ব্যাপারে যদি কেউ সক্ষম, তবে তিনি হলেন পরমাত্মা। একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, শাশ্বত ব্রহ্ম। তাঁর পরিচায়ক নাম রাম। রামনাম জপ করুন, তিনিই ইষ্ট।

(ন)

একবার ভগবান রাম সভা আহ্বান করেছিলেন -

একবার রঘুনাথ বোলাএ। গুরু দ্বিজ পুরবাসী সব আয়ে।
বৈঠে গুরু মুনি অরু দ্বিজ সজ্জন। বোল বচন ভক্ত ভবভঞ্জন।। (৭/৪২/১)

গুরু, মুনি, দ্বিজ, সজ্জন সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেই সভাতে। তাঁদের সম্বোধিত করে ভক্তের জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ হরণকর্তা রাম বলেছিলেন -

বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাওয়া। সুর দুর্লভ সবগ্রন্থন্হি গাওয়া।
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। পাই ন জেহিঁ পরলোক সঁওয়ারা।। (৭/৪২/৪)

বড় ভাগ্যে মানবদেহে লাভ হয়েছে। এই দেহ লাভ করা দেবতাদের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য। দেবতারা উত্তমকর্মের ফলস্বরূপ ভোগ উপভোগ করেন, কিন্তু সেই স্বর্গলাভও স্বল্প দিনের জন্য হয়, সেইজন্য দেবতারাও মনুষ্যদেহ ধারণ করার জন্য আকাঙ্খিত। এই দেহ সাধনার ধাম, মুক্তির দুয়ার। মনুষ্য দেহ ধারণ করে যিনি নিজের পরলোক সুসংস্কৃত করেন না, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তিনি দুঃখ ভোগ করেন। মাথা কুটে পশ্চাত্তাপ করেন, কাল, কর্ম ও ঈশ্বরের উপর বৃথাই দোষারোপ করে থাকেন। বস্তুতঃ যদি মনুষ্য দেহ ধারণ করেও কেউ পরলোক গমন সম্পর্কে উদ্যোগ করেন না, তবে কাল, কর্ম, ঈশ্বর কারও দোষ নয়, সব দোষ তাঁর।

মানুষ প্রায় দু'তিনটে ওজর করে যে, 'আমার তো কর্মে লেখা নেই' - কর্মকে দোষ দেওয়া, 'সময় অনুকূল নয়' - কালকে দোষ দেওয়া এবং 'কর্তা-বিধাতা তো ভগবান' - ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া। কিন্তু ভগবান রাম স্বয়ং বলেছেন - 'যদি মানব শরীর উপলব্ধ, তবে দোষ কারও নয়, দোষ নিজের। অন্যত্র বলেছেন -

নর তন ভব বারিধি কহুঁ বেরো। সনমুখ মরুত অনুগ্রহ মেরো।
করনধার সদ্‌গুরু দৃঢ় নাওয়া। দুর্লভ সাজ সুলভ করি পাওয়া।
জো ন তরৈ ভবসাগর, নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি, আত্মাহন গতি জাই। (৭/৪৪)

এই মানব শরীর সংসার সাগর থেকে পার হওয়ার জন্য তরী, জাহাজ। এর নাবিক সদ্‌গুরু। অনুকূল বায়ু হল আমার কৃপা। এইরূপ দুর্লভ যোগাযোগ, ব্যবস্থা পেয়েও যে ভবসাগর পার হয় না, সে নিজের পৌরুষের অপকীর্তি ঘোষণা করে। সে অকর্মণ্য, মন্দমতি ও নিজের আত্মার হত্যাকারী।

কিন্তু পার হবার উপায় কী? এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

জো পরলোক ইঁহা সুখ চহহুঁ। সুনি মম বচন হৃদয় দৃঢ় গহহুঁ।
সুলভ সুখদ মারগ এহু ভাই। ভক্তি মোর পুরান শ্রুতি গাঈ।। (৭/৪৪/১)

যদি আপনি পরলোক, পরমশ্রেয়, শাশ্বতধাম অমৃততত্ত্ব লাভের ইচ্ছুক অথবা ইহলোকেই কামনাগুলি পূরণ হোক, এই চান, তবে আমার উপদেশ দৃঢ় চিত্তে ধারণ করুন। সেই উপদেশ কি? ইহকাল - পরকালের জন্য পথ শুধু একটাই আছে - **'ভগতি মোরি'** আমাকে ভক্তি কর। শেষনাগকে, দেবতাকে নয়, আমাকে ভক্তি কর। শ্রুতিতে এই গায়ন করা হয়েছে। অতএব ইষ্ট কে? একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মা এঁকে ছাড়া অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে কেউ সক্ষম নয়, আমাদের দারিদ্রের কারণ এই যে, সেই প্রভুতে আমাদের অটুট আস্থা নেই।

রামের নাম করলেই প্রায় সকলের মনে সংশয় জাগে যে, কোন্ রাম? মানসকার রামের পরিচয় দিয়েছেন - "**রাম ব্রহ্ম ব্যাপক অবিনাশী**" যিনি ব্যাপক, চিন্ময়, প্রতিটি কণায় যিনি ব্যাপ্ত, যিনি অবিনাশী, তাঁরই আর এক নাম 'রাম'। অতএব ইষ্ট কে? একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মা। যিনি তাঁকে আশ্রয় করে নিজের কাজে রত থাকেন, অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি অনায়াসে তাঁর করতলগত হয়, তিনি সুখ ও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। তাঁর স্নায়ুরোগ হয় না, তিনি চিন্তামুক্ত হন। আপনি সংসারে যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, পরলোক ও পরমশ্রেয় আপনার জন্য সুরক্ষিত থাকবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মে যিনি সেই একমাত্র পরমাত্মার চিন্তনে নিষ্ঠা সহকারে প্রবৃত্ত হবেন, এই সাধনা শুরু করেননি কেবলমাত্র পথ চলতে যে আরম্ভ করেছে তবুও অর্জুন! সেই ব্যক্তির কখনও বিনাশ হবে না। এই পথে আরম্ভের কখনও নাশ হয় না। যদি আপনি উত্তমরূপে বীজারোপণ করে দেন, তবে আপনাকে পরমশ্রেয় প্রদান করেই নিবৃত্ত হবে। কামনাগুলি শুধু বাধা দেয়, সত্যের অনুষ্ঠান নষ্ট করতে পারে না। অতএব মানসের অনুসারে একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মাই ইষ্ট।

দেবী ও দেবতা - সকলই ভ্রান্তি। মানসের অনুসারে দেবী দেবতার পূজা করার বিধান কোথাও নেই, যাঁরা এঁদের পূজা করেছেন, তাঁরাও সফল হননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এগুলি আমরা ধারাবাহিক বংশ পরম্পরায় পেয়েছি এবং অন্ধের মত

পুরোনো প্রথা অনুসরণ করে চলেছি। দুঃখ এই যে, কোন কোন বৈরাগ্যযুক্ত মহাত্মাও এই প্রথা অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা বলেন যে, 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালী পূজা করতেন'। কিন্তু তিনি এই পূজাই নিজের অনন্য শিষ্য বিবেকানন্দকে করতে বলেননি। বিবেকানন্দের উপদেশে আপনি কোথাও দেবীর নাম পাবেন না।

অযোধ্যাবাসীরাও চিত্রকূটে এই প্রথাই অনুসরণ করেছেন। যখন তাঁরা রামকে রাজী করানোর জন্য গিয়েছিলেন, তখন '**গনপ গৌরী ত্রিপুরারী তমারি**' - এর পূজা করতেন। কিন্তু রামের রাজ্যাভিষেক ও তাঁর সভাভঙ্গ হওয়ার পর অযোধ্যাবাসীগণ নিজেদের শিশুদের পর্যন্ত এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, "**ভজহু প্রনত প্রতিপালক রামহিঁ**" **(৭/২৯/১)** যিনি প্রণতের পরিপালন করেন, সেই রামের ভজনা কর। যেমন চোখের তারাকে সুরক্ষিত রাখে পলক, তেমনি তুমিও রামের ভজনা কর। স্বয়ং তাঁর দ্বারা দেবতাদের পূজার প্রশ্নই ওঠে না।

এই প্রকার গীতা শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, রামচরিতমানসে গোস্বামী তুলসীদাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে একমাত্র পরমাত্মার ভজনার উপর জোর দিয়েছেন ও উত্তরকান্ডের শেষে তো নির্ণয় করে বলেছেন যে - "**সোই কবি কোবিদ সোই রণধীরা। জো ছল ছাড়ি ভজঈ রঘুবীরা।**" **(৭/১২৬/২)** ইত্যাদি কয়েকটা চতুষ্পদীতে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, তিনিই কবি, পণ্ডিত, রণধীর, যাঁর মন রামে অনুরক্ত। তিনিই কুলধর্ম পরায়ণ, নীতিতে-নিপুণ ও পরম চতুর, দক্ষ ও সর্বগুণ সম্পন্ন, বেদের সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে অবগত হয়েছেন, যাঁর মন রামে অনুরক্ত।

তবুও জানি না কেন লোকে রামের ভজনা করে না। কথক ঠাকুররা দিন-রাত পাঠ ও ব্যাখ্যা রামায়ণের করেন, কিন্তু ভজনা করার সময় চালীসা, সপ্তশতী পাঠ করেন। অন্ততঃপক্ষে রামায়ণের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা উচিত। যদি আজ পর্যন্ত আচরণ করেননি তবে বিবেচনা করে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। মানসের শেষের পঙক্তিগুলিতে পর্যন্ত গোস্বামীজী এই আগ্রহই করেছেন যে, অন্য কাউকে নয় - "**রামহি সুমিরিয় গাঈ রামহি। সন্তত সুনিয় রামগুণ গ্রামহি।**" **(৭/১২৯/৩)** রামের স্মরণ, রামের গায়ন ও রামেরই গুণসমূহ শ্রবণ করুন।

সুন্দর সুজান কৃপানিধান অনাথ পর কর প্রীতি জো।
সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ প্রভু আন কো।। (৭/১২৯/ছন্দ ৩)

একমাত্র রাম, সুন্দর, সুজান, কৃপানিধান ও অনাথদের ভালবাসেন। এঁর সমান নিঃস্বার্থ হিতকারী ও নির্বাণ (মোক্ষ) প্রদানকারী আর কে আছে ?

স্বয়ংসিদ্ধ একমাত্র ইষ্টের স্থানে অনেকানেক ইষ্ট কল্পনা করে আজ আমরা সকলে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। শাশ্বত হল একমাত্র সর্বব্যাপ্ত পরম ঈশ্বর পরমাত্মা। সেইজন্য সম্পূর্ণ বিশ্বের ইষ্ট একমাত্র পরমাত্মা। আমাদের মধ্যে যিনিই নশ্বরের পূজা করেন, তিনিই নাস্তিক। এই সকল অস্তিত্ববিহীন দেবী-দেবতার পূজা করা ও করতে বাধ্য

করা, এই ধরনের পূজা-পদ্ধতিকে প্রোৎসাহিত করা নাস্তিকতাকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যাবন্মাত্র পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মাই অবিনাশী অমৃতস্বরূপ। সেইজন্য তিনিই সমস্ত জগতের পূজ্য (ইষ্ট)। সমাজে সর্বদাই তাঁর প্রয়োজন আছে, সকলেরই তাঁকে প্রয়োজন। অতএব করণীয় কর্ম করে যদি আমরা একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা ও সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার পরিচায়ক দু'আড়াই অক্ষরের নাম ওঁ অথবা রামের স্মরণ করি, তবে আমরা আস্তিক; কারণ আস্তিকের পূজা করি। পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা ও তাঁর নাম জপ থেকে ভজনা শুরু হয়। যখন এই ক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে থাকে, তখন সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তাঁর প্রাপ্তি হয়।

সৃষ্টিতে একজনই ভগবান। দু'জন হতে পারে না, অনেক হওয়াও সম্ভব নয়। তিনি প্রতিটি কণায় ব্যাপ্ত। যদি অন্য কোন ভগবান আছেন, তবে তাঁর ব্যাপ্তির জন্য অন্য সংসার চাই। সেই প্রভু থাকেন কোথায় - "**অস প্রভু হৃদয় অক্ষত অবিকারী। সকল জীব জগ দীন দুখারী।" (১/২২/৪)** প্রভু সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। এখন তাঁকে দর্শন করার বিধি সম্বন্ধে বলেছেন - "**নাম নিরূপণ নাম জতন তে। সো প্রগটত জিমি মোল রতন তে।" (১/২২/৪)** প্রথমে নামের নিরূপণ করুন যে, সেই নাম কি প্রকারের? জপ করার বিধি কি? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-এ যে ধ্বনি ওঠে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। এর প্রেরক কে? যখন বুঝতে সমর্থ হবেন, তখন থেকে প্রযত্ন করবেন। দৃঢ় সঙ্কল্পে সেই পরমাত্মাকে বিদিত করলেই তিনি প্রকট হবেন।

পরমাত্মাই ধাম ও সেই ধামে প্রবেশ করার মাধ্যম সদ্‌গুরু - "**গুরু রাখঈ জো কোপ বিধাতা। গুরু রুঠে নহিঁ কোউ জগ ত্রাতা।**" যদি ভাগ্য বিরূপ হয়, ঘোর যাতনা অদৃষ্টে লেখা থাকে, তবুও সদ্‌গুরু রক্ষা করতে সমর্থ আর যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হয়নি, তবে ভগবানকে চেনা যাবে না। ভগবান হৃদয় দেশেই অধিষ্ঠিত কিন্তু সদ্‌গুরু উপলব্ধ না থাকলে, তাঁকে অনুভব করা সম্ভব নয়। এই প্রকার, যে গুরু একমাত্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত নন, যিনি সত্যের সন্ধান পাননি, সেই ক্রিয়া আমাদের হৃদয়ে জাগাতে, অনুভূতির জাগৃতি প্রদান করতে অক্ষম, তিনি সদ্‌গুরু নন, তিনি কেবলমাত্র কুলগুরু। যতক্ষণ সদ্‌গুরু লাভ না হয়, ততক্ষণ একমাত্র পরমাত্মার পরিচায়ক দু'আড়াই অক্ষরের নাম জপ ও পরমতত্ত্ব পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে আপনার ইষ্ট, স্মরণ, উপাসনা সব ঠিক হচ্ছে জানবেন। এই শ্রদ্ধাভাবকে একমাত্র পরমাত্মাতে, একস্থানে স্থির করলেই আপনার পুণ্য ও পুরুষার্থ প্রবল হবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মা জাগ্রত হয়ে সদ্‌গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হলেই যৌগিক ক্রিয়ার জাগরণ আপনার হৃদয়ে ঘটবে। অনুভব, সঙ্কেত, ইষ্টের তরফ থেকে শুভ আদেশ আপনি পেতে থাকবেন। প্রসুপ্ত, তটস্থ আত্মা জাগ্রত হবে।

বলা হয় যে, ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, কিন্তু কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবা, তাঁর দ্বারা নির্দেশিত সাধনা চার-ছ'মাস কোনও রকমে করে গেলেই, আত্মা জাগ্রত হয়ে

যাবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, আপনার পথ প্রদর্শক হবেন। সেই প্রভু আপনাকে পরিচালিত করবেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলেই সাধক পরমাত্মাকে লাভ করেন। **"ন অয়ম আত্মা প্রবচনেন লভ্য"** - এই আত্মাকে প্রবচনে, বিশিষ্ট বুদ্ধির সহায়তায়, বেশী শোনা ও বিচারের ফলে লাভ করা যেতে পারে না, পরন্তু লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে যাঁকে তিনি বরণ করেন, যাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে হাতধরে চালাতে থাকেন, সেই ভক্তই তাঁর নির্দেশমত চলে তাঁকে লাভ করেন। যখন একমাত্র পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির হবে ও তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু লাভ হবে, তখনই হাত ধরে চালাবেন। বিচার-বিমর্শের জন্য আপনাকে ও আপনার অমূল্য বিচারকে সর্বদা স্বাগত জানাই।

।। ওঁ।।

ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ

জন্ত্র মন্ত্র সব ভরম হ্যাঁয়, ভূত-প্রেত অরু দেব।
অড়গড় সাঁচে গুরু বিনা, কৈস্যে পাবে ভেব।।

অড়গড় ইয়হি সংসার মে, বিষ অওর অমৃত দোয়।
মূরখ চাহত বিষয় বিষ, ভক্ত সুধাময় হোয়।।

- **ব্রহ্মচর্য** - মনে বিষয় চিন্তা না করে একমাত্র পরমাত্মার নিরন্তর চিন্তনই হল ব্রহ্মচর্যের আচরণ। এর ফলে জননেন্দ্রিয়ই নয় সকল ইন্দ্রিয় সংযম সহজ হয়।
- **ভজনা সাধনার নির্দিষ্ট বিধি** - একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মার পরিচায়ক দু'আড়াই অক্ষরের কোন নাম ওঁ অথবা রাম নাম জপ ও কোন আত্মদর্শী, তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ (সদগুরু)-এর সান্নিধ্য, সেবা এবং ধ্যানের দ্বারা ভজনারম্ভ হয়।
- **সদ্গুরু** - যিনি সংসার সাগর অতিক্রম করার জন্য সেতু স্বরূপ, যিনি সমস্ত ধারার উদ্গাম স্থল, যিনি সমস্ত পুণ্য কর্মের করণ-কারণ। অতএব এইরূপ কল্যাণকর শিবস্বরূপ সদ্গুরুর নিরন্তর স্মরণ, তাঁর নির্দেশ অনুসারে ধ্যান করা উচিত।
- সংসারে সবথেকে বেশী হিতাকাঙ্খী এবং দয়ালু যদি কেউ হয়ে থাকে তবে তিনি হলেন তত্ত্বদর্শী (সদ্গুরু) আর কেউ নয়। সম্পূর্ণ সমর্পণের ভাব রেখে যে ভক্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকে সংসারের কোন বিপদ তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না।
- **ধর্ম** - সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও অর্থাৎ একমাত্র ভগবানের প্রতি পূর্ণ সমর্পণই ধর্মের মূল। প্রভুকে লাভ করার নির্ধারিত বিধির আচরণই ধর্মাচরণ এবং যিনি আচরণ করেন, সেই অত্যন্ত পাপী ও শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে যায়।
- বিধাতা এবং তাঁর উৎপন্ন সৃষ্টি নশ্বর। ব্রহ্মা এবং তাঁর সৃষ্টি দেবতা এবং দানব দুঃখের খনি, ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর।
- **অনুভব গুরু কী বাত হ্যায়, হৃদয় বসে দিন রাত।**
  পলক-পলক অরু শ্বাঁস মে, বিপুল ভেদ দর্শাৎ।।
- গীতার অনুসারে যা পুনর্জন্মের কারণ, তা পাপ এবং যা পরমাত্মাকে লাভ করতে সাহায্য করে সেই নির্ধারিত বিধি (কর্ম)-এর আচরণই পুণ্য কর্ম। তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষ (সদ্গুরু)-এর প্রতি শ্রদ্ধা সেই পরমাত্মাকে বিদিত করার উপায়।
- **গুরু কে?** - যিনি শুধু হিতের উপদেশ দেন।

- **মানব দেহের সার্থকতা -** সুখরহিত ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু দুর্লভ মানবদেহ লাভ করেছ যখন, তখন আমার ভজনা কর অর্থাৎ গোটা সংসারের মানুষের ভজনা করার অধিকার।
- **ঈশ্বরের নিবাস -** সেই সর্বসমর্থ, শাশ্বত পরমাত্মা মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার বিধান, যার ফলে শাশ্বত ধাম, শাশ্বত শান্তি লাভ হয়।
- **'বিপ্র' একটা স্থিতি -** এই কর্মের অনুষ্ঠান করে যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি ব্রাহ্মণ (বিপ্র)। সেই ক্রিয়া হল - শুধু পরমাত্মাতে নিষ্ঠা।
- **ভগবৎ পথে বীজের নাশ হয় না -** আত্মদর্শনের ক্রিয়ার অল্প আচরণও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে।
- যিনি একমাত্র সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং একমাত্র পরমাত্মার নাম ওঁ অথবা রামকে স্মরণ্ করেন, তিনি ক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত না হলেও ক্রিয়াবান।
- সকলেই সবকিছু জানে, 'দু-'দুপয়সায় বেদান্ত বিক্রি হয় কিন্তু যোগ সাধনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কোন অনুভবী, জ্ঞানী মহাপুরুষ দ্বারা অধিকারী সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়।
- সত্য বস্তুর তিনকালে অভাব হয় না এবং অসত্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই। আত্মাই তিনকালে সত্য, শাশ্বত, সনাতন। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই ধর্মের মূল।
- সদ্‌গুরুর মত প্রেমপূর্ণ, হিতচিন্তক, কৃপালু গোটা বিশ্বে আর কেউ নয়। প্রভুর অহৈতুকী কৃপার ফলস্বরূপই সদ্‌গুরুর দর্শন হয়।
- 'গুরুর বচনে অবিশ্বাস কলিযুগের প্রভাবে হয়।' গুরুর আদেশ কম-বেশী করা উচিত নয়, অন্যথা কাল-এর কুটিল গতিতে জড়িয়ে পড়বে।
- **ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব -** অনন্য ভক্তি দ্বারা আমি প্রত্যক্ষ করা; জানা এবং একাকার হওয়ার জন্যও সুলভ। (গীতা,11/54)
- বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত বিচারের আদি উদ্‌গম স্থল ভারতের সমস্ত অধ্যাত্ম এবং আত্মস্থিতি প্রদানকারী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের সাধন-ক্রম-এর স্পষ্ট বর্ণনা গীতাশাস্ত্রে আছে। এর অনুসারে ঈশ্বর এক, লাভ করার ক্রিয়া এক এবং পরিণাম এক - তা হল প্রভুর দর্শন, ভগবৎ-স্বরূপ লাভ এবং কালাতীত অনন্ত জীবন।
- বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে মূসা, যীশুখ্রীষ্ট এবং বহু সূফী সন্ত গীতার একেশ্বরবাদের প্রচার করেছেন। ভাষা ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার জন্য এগুলি পৃথক্-পৃথক্ বোধ হয় কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত গীতারই। অতএব গীতা মানুষমাত্রের অতর্ক্য ধর্মশাস্ত্র।

- গীতার অনুসারে প্রাপ্ত করার যোগ্য দেব একজন। আত্মাই সত্য। আত্মা ব্যতীত কিছুই শাশ্বত নয়। সেই মহান যোগেশ্বর বলেছেন - অর্জুন! ওম্ - অক্ষয় পরমাত্মার নাম জপ কর এবং ধ্যান আমার কর। কর্ম একটাই - গীতাতে বর্ণিত পরমদেব একমাত্র পরমাত্মার সেবা। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক স্বীয় হৃদয়ে ধারণ কর।
- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের হাজার-হাজার বছর পর পরবর্তী যে মহাপুরুষগণ একমাত্র ঈশ্বরকে সত্য বলেছেন - তাঁরা গীতাশাস্ত্রেরই সংবাদ বাহক। ঈশ্বরের কাছ থেকে লৌকিক, পারলৌকিক সুখের কামনা, ঈশ্বরের ভয়, অন্য কাউকে ঈশ্বর না ভাবা - এতদূর পর্যন্ত তো সকল মহাপুরুষগণ বলেছেন কিন্তু ঈশ্বরীয় সাধনা, ঈশ্বর পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম, অনাময় পরমপদ লাভ করা-এ শুধু গীতাশাস্ত্রে সাঙ্গোপাঙ্গ ক্রমবদ্ধভাবে সুরক্ষিত। দেখুন - গীতাভাষ্য 'যথার্থ গীতা'।

আমাদের প্রকাশনা

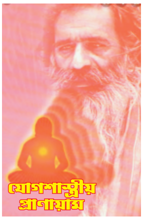

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়াম -
যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়ামে মহারাজ বলেছেন যে, যম, নিয়ম এবং আসন দৃঢ় হলেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত প্রবাহিত হয়। একেই প্রাণায়াম বলে। পৃথক করে প্রাণায়াম নামের কোন ক্রিয়া নেই। এই যোগ চিন্তনের অবস্থা বিশেষ। এরই সমাধান এই পুস্তিকাতে করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

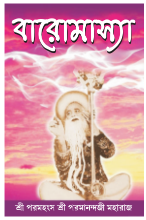

বারোমাস্যা -
মহারাজ নিজের পূজ্য গুরু শ্রীপরমানন্দজী মহারাজজীর আকাশবাণী দ্বারা প্রাপ্ত ভজন (ঈশ্বরীয় গায়ন) বারো মাস্যার সঙ্কলন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে প্রবেশিকা থেকে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শন করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

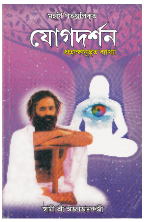

যোগদর্শন -
প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা -
মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত এই পুস্তকে বলা হয়েছে যে, 'যোগ' প্রত্যক্ষ দর্শন এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা অথবা বাচন সম্ভব নয়। সাধক সাধনাপথে চলেই উপলব্ধি করেন যে, মহর্ষি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এর বাস্তবিক আশয় কি? এই পুস্তিকা সাধনোপযোগী।

৪টি ভাষাতে

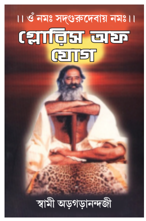

গ্লোরিস অফ যোগ -
হঠ, চক্র, ভেদন এবং যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যানের বিষয়ে পূর্ণ পরিচয়।

ইংরাজী ভাষাতে

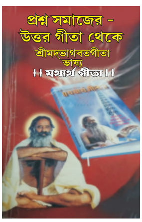

প্রশ্ন সমাজের -
উত্তর গীতা থেকে -
এই পুস্তিকাতে সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক যেমনই প্রশ্ন হোক, সেসব গীতার আলোকে সমাধান করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

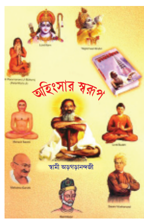

অহিংসার স্বরূপ -
অহিংসা বিচার্য বিষয়। মূলতঃ এটি যৌগিক, আন্তরিক সাধনার শব্দ। এই পুস্তিকাতে আমরা অধ্যয়ন করব যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অহিংসা বিষয়টিকে কোন সন্দর্ভে নিয়েছেন।

৪টি ভাষাতে

বাল গীতা -

এই পুস্তিকা বালকের নির্মল মনে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ উৎপন্ন করে সমাজ এবং সাধনার পথে সহজ প্রবেশের জন্য কার্যকর। এই পুস্তিকাতে সমর্পণের পাঠ্যক্রম অঙ্কিত আছে এর ফলে শিশুদের মধ্যে ধর্ম-সন্দেশ-এর বীজারোপণ, সংস্কার সৃষ্টি হবে। তারা এই পথে চলবে এবং নিজের ভগবৎরূপ লাভ করবে।

৩টি ভাষাতে

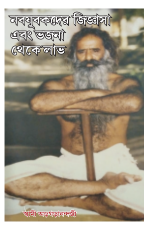

ভজনা থেকে লাভ (নবযুবকদের জিজ্ঞাসা) -
এই পুস্তিকাতে নবযুবকদের বহু প্রশ্নের সংক্ষেপে সমাধান করে ভজনার অনিবার্যতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদি একমাত্র পরমাত্মাতে মনকে স্থির করতে সক্ষম হন তবে সেই প্রভুর সংরক্ষণে সাধনা চলতে থাকবে, জাগতিক কাজেও সহযোগিতা লাভ হবে এবং গমনাগমন থেকে মুক্তিলাভ তো হবেই কারণ ঈশ্বর পথে আরম্ভের নাশ হয় না।

হিন্দী ভাষাতে

MP3 অডিও সিডিজ্

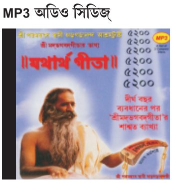

১১টি ভাষাতে

শ্রী স্বামীজীর মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত
অমৃতবাণীর সঙ্কলন ভল্যুম ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত

হিন্দী ভাষাতে

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

New Apollo Estate,Gala No. 5, Mogara Lane, (Near Railway Subway),
Andheri East, Mumbai 400069, India.Tel.: (+91 22) 2825 5300
Email: contact@yatharthgeeta.com • Website: www.yatharthgeeta.com